তারা মা

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিত।

বিনামূল্যে বিতরণার্থে
শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, কর্ত্তৃক
নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩০১।

কলিকাতা, সিমলা, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, ৩ নং ভবনে শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর নিকট এই পুস্তক পাওয়া যায়।

সূচীপত্র।

তারা মা।

প্রাতঃপ্রণাম।

প্রাতর্নমামি তরুণারুণকোটিভাসম্
অজ্ঞানসন্তমসরাশিবিনাশিনীং তাং।
যা হন্তি সর্ব্বজগতামখিলং ব্যলীকং
মাতা যথা সুতমুখাশ্রু করেণ মার্ষ্টি ॥ ১ ॥

জিনিয়া অরুণ-কোটি যাহার প্রকাশ,
অজ্ঞান-তিমির ঘোর যে করে বিনাশ;
জননী পুত্রের অশ্রু মুছায় যেমন,
তেমনি সবার দুঃখ যে করে মোচন;
সেই বিশ্বজননীর পদে বার বার,
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ১।

প্রাচী সমর্চ্চয়তি যাং নবরাগরক্তা
বালার্কলোহিতজবাকুসুমেন নিত্যং।
যাং সেবতে সুরভিমন্দবিভাতবায়ুঃ
তাং বিশ্বমাতরমহং প্রণতোঽস্মি দেবীং॥ ২ ॥

প্রভাতের সুবাসিত শীতল পবন
যার অঙ্গে মন্দ মন্দ করিছে বীজন ;
পূর্ব্বদিক্ নব রাগে রঞ্জিত হইয়া,
তরুণ-অরুণরূপ রক্ত জবা দিয়া
গগন-মন্দিরে নিত্য পূজা করে যার,
সেই বিশ্বজননীরে করি নমস্কার। ২।

গায়ন্তি যদ্‌গুণগণান্ মধুরং বিহঙ্গাঃ
পশ্যন্তি যামপি সরাংসি সরোজনেত্রৈঃ।
যৎপ্রেমতন্তরুলতাঃ শিশিরাশ্রসিক্তাঃ
প্রাতর্নমামি শুভদাং পরমেশ্বরীং তাং॥ ৩॥

পাখীরা মধুর স্বরে যার গুণ গায়,
সরোবর পদ্ম-নেত্রে যার পানে চায় ;
তরু লতা যার প্রেমে হ'য়ে নিমগন
অজস্র তুষার-অশ্রু করে বরষণ ,
পরমা ঈশ্বরী সেই সর্ব্বমঙ্গলার—
চরণে প্রভাতে আমি করি নমস্কার। ৩।

অস্পৃশ্যপাতকিশতান্যপি যা বহন্তী
ভাগীরথীব মলমূত্রশবানশেষান্।
নৈবাশুচির্ভবতি বর্দ্ধতএব কীর্ত্তিঃ
বন্দেঽসকৃৎ পতিততারণকারিণীং তাং॥ ৪॥

মল মূত্র শবদেহ করিয়া বহন,
গঙ্গা তাহে অপবিত্র হয় না যেমন,
তেমনি অস্পৃশ্য পাপী ল'য়ে শত শত
অশুচি না হয় যেই, নাম বাড়ে তত ;
পতিতপাবনী সেই ইষ্টদেবতার—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৪।

যোগীশ্বরঃ সুরবরো বিভুশঙ্করোঽপি
বক্ষঃ প্রসার্য্য ধৃতবান্ হৃদয়ে স্বয়ং যৎ।
ধ্যানৈকতানহৃদয়ৈর্ম্মৃগিতং মুনীন্দ্রৈঃ
প্রাতনমামি তদহং পদমম্বিকায়াঃ ॥ ৫ ॥

যোগীশ্বর সুরবর সে বিভু শঙ্কর
বুক পাতি' যে পদ রাখিলা হৃদি-পর ;
মহাযোগে মুনিগণ হ'য়ে নিমগন
হৃদয়ে সদাই ধ্যান করে যে চরণ ;
সেই ব্রহ্মময়ী মার চরণকমলে—
প্রভাতে প্রণাম আমি করি কুতূহলে। ৫।

যথা সমুদ্রঃ সরিতঃ সমস্তাঃ
গৃহ্লাতি যৈকা সমমেব সর্ব্বান্।
ন যত্র লিঙ্গং ন বয়ো ন জাতিঃ
নিজঃ পরো বাপি নমোঽস্তু তস্যৈ ॥ ৬ ॥

সমভাবে নিজ গর্ভে সমুদ্র যেমন
শত শত নদ নদী করয়ে ধারণ,
তেমনি যে ছোট বড় সবারে সমান
আপন অমৃতময় কোলে দেয় স্থান ;
জাতি লিঙ্গ বয়সের না করে বিচার, (১)
নাহিকো আপন পর প্রভেদ যাহার ;
সেই বিশ্বদেবতার পদে বার বার,
প্রভাতে উঠিয়া আমি করি নমস্কার। ৬।

জীর্ণেঽপি দেহে নহি জাতু জীর্য্যেৎ
নষ্টেঽপি নশ্যেৎ নহি জীবনে চ।
সম্বন্ধ একঃ প্রলয়েঽপি তিষ্ঠেৎ
সার্দ্ধং যয়া তাং প্রণমামি দেবীং ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ যাহার সনে সমভাবে রয়,
দেহ জীর্ণ হইলেও জীর্ণ নাহি হয় ;
হ'লেও জীবন ক্ষয় নাহি পায় ক্ষয়,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েও নাহি পায় লয় ;
প্রভাতে উঠিয়া সেই ইষ্টদেবতার—
চরণে প্রণাম আমি করি শতবার। ৭।

(১) 'জাতি'—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইত্যাদি জাতিভেদ। 'লিঙ্গ'—স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি লিঙ্গভেদ।

সুপ্তং নিশায়াং গতচেতনং মাম্
অতর্কিতানাং বিপদাং শতেভ্যঃ।
যা দেবতা পাতি কৃপাঙ্কমধ্যে
নমামি তাং সঙ্কটতারিণীং মাং ॥ ৮ ॥

রাত্রিতে ঘুমায়ে আমি হ'লে অচেতন,
অজ্ঞাত বিপদ কত আসে অগণন ;
সে সময়ে কৃপা-কোলে যে মোরে লুকায়,
সঙ্কটতারিণী সেই নমি মার পায়। ৮।

যদৈব মৃত্যোর্ভয়মেতি চেতঃ
যা মে কৃতান্তাদভয়ং দদাতি।
ভবে গতির্যা কিল দেবতৈকা
তাং মাতরং প্রাতরহং নমামি ॥ ৯ ॥

যম-ভয়ে অবসন্ন হইলে হৃদয়,
মাভৈ মাভৈ রবে যে দেয় অভয় ;
যে জননী একমাত্র গতি সবাকার,
প্রভাতে তাহার পদে করি নমস্কার। ৯।

নাম্নৈব যস্যা গলদশ্রু নেত্রম্
আনন্দসন্দোহ উদেতি কোঽপি।
তাপাঃ প্রশাম্যন্তি ফলন্তি কামাঃ
তাং দেবতাং প্রাতরহং নমামি ॥ ১০ ॥

যার নামে নয়নে প্রেমাশ্রু-ধারা বয়,
কি এক আনন্দরাশি উছলিত হয়!
শান্ত হয় সর্ব্ব তাপ, পূর্ণ হয় কাম,
প্রাতে সেই দেবতার চরণে প্রণাম। ১০।

প্রোদ্ভাসয়ন্তীং জগদাত্মভাসা
সংপ্লাবয়ন্তীং দয়য়া চ বিশ্বং।
অমেয়মাহাত্ম্যবিভূতিস্ফূতিং
তাং কোটিকৃত্বঃ প্রণমামি দেবীং॥ ১১॥

রূপের ছটায় যার বিশ্ব আলোকিত,
আকাশ পাতাল যার দয়ায় প্লাবিত;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য যার মহিমা অপার,
কোটি কোটি নমস্কার চরণে তাহার। ১১।

কীর্ত্তিং সদা ঘোষয়তে যদীয়াং
স্থূলং চ সূক্ষ্মং চ জলং স্থলং খং।
গুণা মনোবাগ্‌বিষয়া ন যস্যাঃ
সসম্ভ্রমং তাং প্রণমামি শশ্বৎ॥ ১২॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, শূন্য, চরাচর,
যার কীর্ত্তি ঘোষণা করিছে নিরন্তর;
বাক্য মন হারি মানে গুণগানে যার,
সসম্ভ্রমে তার পদে নমি বার বার। ১২।

যৎ কিঞ্চিদেবাস্ত্যপমানজাতং
যস্যাস্তুলায়াং তৃণবল্লঘু স্যাৎ।
আত্মোপমানং স্বয়মেব যৈকা
কৃতাঞ্জলিস্তাং জননীং নমামি ॥ ১৩ ॥

তুলনা দিবার বস্তু যে আছে যথায়,
তৃণতুল্য হয় সব যার তুলনায় ;
যে দেবতা আপনার তুলনা আপনি,
করযোড়ে নমি সেই বিশ্বের জননী। ১৩।

সহস্রবীণাক্কণিতানুকারৈঃ
ওঙ্কারশব্দৈর্হৃদয়ং মদীয়ম্।
যা পূরয়ত্যন্তরবে নিশীথে
বন্দেঽহমোঙ্কারময়ীং পরাং তাং ॥ ১৪ ॥

গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে সময় যে দেবতা, সহস্র সহস্র বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় ওঙ্কার-শব্দে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিতে থাকে, সেই ওঙ্কারময়ী পরমেশ্বরীকে নমস্কার।১৪

তারে ব্রহ্মময়ি! প্রাতর্নমস্কারং গৃহাণ মে।
নান্যত্র মতিরাস্তাং মে ত্বৎপাদকমলং বিনা ॥ ১৫ ॥

ও মা তারা ব্রহ্মময়ি! লহ নমস্কার,
তব পদে এইমাত্র মিনতি আমার,—

ও পদ-কমলে বাঁধা থাকে যেন মন,
অন্য কিছুতেই যেন না করে গমন। ১৫।

বোধন।

হৃদ্‌বিল্বমূলে নিহিতোঽতিযত্নাৎ
জীবো ঘটো ভক্তিজলেন পূর্ণঃ।
হে মাতরানন্দময়ি! ত্বমেহি
বীক্ষে শ্মশানং সকলং বিনা ত্বাং॥ ১৬॥

হৃদি-বিল্বতরু-মূলে অতি যত্ন করি'
পাতিয়াছি আত্মা-ঘট ভক্তি-জলে ভরি';
কর মা আনন্দময়ি! ঘটে অধিষ্ঠান,
তোমা বিনা হেরি আমি সকলি শ্মশান। ১৬।

অহং তনীয়াংস্ত্বমনন্তমূর্ত্তিঃ
সমস্তবিশ্বেঽপি ন মানমেষি।
বিম্বেন সূর্য্যো জলবিন্দুমধ্যে
যথা তথা মে হৃদয়ে বিশ ত্বং॥ ১৭॥

বিন্দু আমি, সিন্ধু তুমি—অসীম অপার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থান না হয় তোমার;
বিন্দু-জলে বিম্বরূপে প্রবেশে ভাস্কর,
তেমতি প্রবেশ তুমি আমার ভিতর। ১৭।

সংসারপুষ্পস্থ রসং বিষাক্তং
পীত্বা বিমূঢ়ো মম জীবভৃঙ্গঃ।
হে চেতনাদায়িনি! চেতয় ত্বং
স্বপাদপদ্মস্থ সুধাং প্রদায়॥ ১৮॥

বিষময় সংসার-পুষ্পের মধু পিয়া
জীব-ভৃঙ্গ আছে মোর মূর্চ্ছিত হইয়া;
চেতনাদায়িনি! গো মা! করহ সজ্ঞান,
পদ-কমলের সুধা করিয়া প্রদান। ১৮।

স্থিতামপি ব্যাপ্য চরাচরং ত্বাং
পশ্যামি নৈবান্ধতয়া বতাহং।
চক্ষুঃ সমুন্মীলয় সারদে! মে
ত্বাং জন্ম দৃষ্ট্বা সফলং করোমি॥ ১৯॥

সর্ব্বময়ী তুমি গো মা! আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
তবু হায়! অন্ধ আমি দেখিতে না পাই;
হে সারদা! জ্ঞান-চক্ষু দাও ফুটাইয়া,
জনম সফল করি তোমারে হেরিয়া। ১৯।

বীক্ষে তমোন্ধো নহি যদ্যপি ত্বাং
তথাপি তারে! মুহুরাহ্বয়ামি।
মামেতি শশ্বৎ তনয়ং রুদন্তং
ক্রোড়ে কিমন্ধং ন করোতি মাতা॥ ২০॥

যদিও মোহান্ধ আমি দেখিতে না পাই,
তথাপি তোমারে তারা! ডাকি মা! সদাই;
অন্ধ ছেলে মা-মা বোলে ডাকিলে কাতরে,
অন্ধ বোলে মা কি তারে কোলে নাহি করে? ।২০।

অকিঞ্চনোঽহং বত দীনমাতঃ!
দাস্যামি কিংবা চরণে ত্বদীয়ে।
দীনস্য মে কেবলমশ্রু সারং
তদেব নিত্যং চরণেঽর্পয়ামি ॥ ২১ ॥

হা দীনজননি তারা! আমি অকিঞ্চন,
কি দিয়া পূজিব গো মা! তোমার চরণ?
একমাত্র নেত্রজল দীনের সম্বল,
তব পদে ঢালি আমি তাহাই কেবল। ২১।

জীব-প্রবোধন।

ভ্রান্তোঽসি খিন্নো বিষয়াটবৌ কিং
তারেতি নামাক্ষরমেব জল্প।
রে জীব! বীতাময়শোকমৃত্যুঃ
গন্তাসি ধামামৃতমেব তূর্ণম্ ॥ ২২ ॥

বিষয়-অরণ্যে কেন ঘুরে হও সারা?
সঘনে বল রে! জীব! তারা-তারা-তারা;

শোক তাপ দূরে যাবে পলাবে শমন,
অচিরে আনন্দধামে করিবে গমন। ২২।

ফলং যদি স্বাদপি লোভনীয়ং
সর্পক্ষতং কাঙ্ক্ষতি কোঽপি কিং তৎ।
রে জীব! বৈবস্বতভোগিদষ্টে
ভবে তদা কিং মমতাং করোষি॥ ২৩॥

হলেও সুন্দর ফল, সর্পে যদি খায়,
সে বিষাক্ত ফল আর কে লইতে চায়?
কালরূপী সর্পে যারে করেছে দংশন,
সে সংসারে ওরে জীব! কেন আকিঞ্চন?। ২৩।

যথাহি মূষস্ত বিলং ভুজঙ্গঃ
কায়ে কৃতান্তঃ প্রবিশত্যলক্ষ্যং।
মা দেহগেহে ভজ জীব! নিদ্রাং
তারাপদং সংশ্রয় শীঘ্রমেব॥ ২৪॥

মূষিক-বিবরে সর্প প্রবেশে যেমন,
অলক্ষিত আসে কাল এ দেহে তেমন;
রে জীব! এ দেহ-ঘরে ঘুমা'ও না আর,
অভয় চরণ শীঘ্র ধর তারা-মার। ২৪।

সদা রুজার্ত্তিজ্বলিতে কিলৈকং
'মা'-নাম শান্তির্হতজীবিতেঽস্মিন্।
রে জীব! তদ্‌বিস্মৃতিরেব যাবৎ
পাতোঽপি তাবৎ জ্বলদগ্নিকুণ্ডে॥ ২৫॥

এ জীবন রোগে শোকে সদা দহ্যমান,
'মা'-নাম কেবলমাত্র জুড়াবার স্থান,
রে জীব! 'মা'-নাম তুমি ভুলিবে যখনি,
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে পড়িবে তখনি। ২৫।

রে জীব! পাপীতি বিভেষি কিং ত্বং
তারাপদং ভীতিহরং ভজস্ব।
দয়াময়ী মার্ষ্টি করেণ বাষ্পং
তস্যৈব যো ধারয়তে রুদংস্তৎ॥ ২৬॥

পাপী বোলে ভয় তুমি কর কি কারণ?
ধর জীব! তারা-মার অভয় চরণ;
মা-মা বোলে কেঁদে কেঁদে যে পড়ে সে পায়,
দয়াময়ী তারি অশ্রু স্বহস্তে মুছায়। ২৬।

এহেহি রে পুত্রক! মাতুরঙ্কে
তারৈবমাকারয়তে শৃণু ত্বং।
সংসারলীলাং পরিহৃত্য দূরে
ক্রোড়ে দ্রুতং গচ্ছ জগজ্জনন্যাঃ॥ ২৭॥

"আয় রে মায়ের বাছা ! মা'র কোলে আয় !"—
ওই শুন ! তারা কত ডাকিছে তোমায় ;
রে জীব ! এ ভব-লীলা দূরে পরিহরি,
জগজ্জননী-কোলে চল ত্বরা করি। ২৭।

তারানামসুরোন্মত্তঃ কদা ধাবন্ মহাবনে।
প্রেয়সীতি হৃদা ব্যাঘ্রীং ব্যালীং বা ধারয়াম্যহম্ ॥২৮॥

তারা-নাম-সুরা-পানে উন্মত্ত হইয়া,
কবে আমি ঘোর বনে যাইব ধাইয়া ?
সাপিনী বাঘিনী বনে করি দরশন,
প্রেয়সী বলিয়া বক্ষে করিব ধারণ। ২৮।

নার্য্যো নরা হে পশুপক্ষিকীটাঃ
প্রেমোন্মদা বিস্মৃতসর্ব্বভেদাঃ।
পরস্পরালিঙ্গিতকণ্ঠদেশাঃ
তারেতি সর্ব্বে সমমীরয়ধ্বম্ ॥ ২৯ ॥

নর নারী পশু পক্ষী কীটাদি সকলে,
ভেদাভেদ ভুলি সবে এস ! কুতূহলে ;
গলাগলি করি মোরা মিলি এক ঠাঁই,
এক প্রাণে এক তানে তারা-নাম গাই ।২৯।

তারা ন মাতা মম বা পরং তে
সা বিশ্বমাতা বয়মেকমূলাঃ।
ততঃ কথং ভিন্নপথং ভজামঃ
সম্ভূয় সর্ব্বে জননীং ব্রজামঃ ॥ ৩০ ॥

তারা তো আমারি নয় অথবা তোমারি,
তোমার আমার সে যে জননী সবারি;
তবে কেন ভাই ভাই থাকি ঠাঁই ঠাঁই ?
সবে মিলি' এস ! সেই মার কোলে যাই। ৩০।

আয়ান্তু মূর্খবুধপাতকিপুণ্যবন্তঃ
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমৃদ্ধিমন্তঃ।
নানাদরো নচ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা
সর্ব্বে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরঙ্কে ॥ ৩১ ॥

আয় রে চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান্ !
আয় রে দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান !
নাহি তথা লজ্জা ভয় মান অপমান,
মার কোলে অধিকার সবারি সমান। ৩১।

বদন্তু সর্ব্বে জয় তারিণীতি
প্রয়াতু দূরং চকিতঃ কৃতান্তঃ।
যন্নামতো দীর্য্যতি কালদণ্ডঃ
তস্যাঃ সুতা বিভ্যতি কিং কুতোঽপি ॥ ৩২ ॥

'জয় তারা' বলি সবে কয় জয়ধ্বনি,
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে পলাবে অমনি;
যার নামে যমদণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়,
তাহার সন্তান মোরা কারে করি ভয় ? ।৩২।

বলিদান।

ভূতেন্দ্রিয়াখ্যাঃ পশবোঽত্র দেহে
যজ্ঞায় নূনং বিহিতা বিধাত্র্যা।
পূজামখে তান্ জগদম্বিকায়াঃ
তৎপ্রীতিকামোঽদ্য বলিং দদামি ॥ ৩৩ ॥

জগদম্বা মানবদেহস্থ পঞ্চ-ভূত-রূপী ও একাদশ-ইন্দ্রিয়-রূপী (১) পশুগণকে যজ্ঞের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি জগদম্বার পূজা—মহাযজ্ঞ। অতএব তাঁহারই প্রীতিকামনায় উহাদিগকে বলিদান করিতেছি। ৩৩।

সর্ব্বভূতেশ্বরী ত্বং হি সর্ব্বভূতাভয়প্রদা।
'রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্ক্ষ্ব নমোঽস্তু তে' ॥৩৪॥

তারা মা! তুমিই সর্ব্বভূতের অধীশ্বরী, সমস্ত

(১) 'পঞ্চভূত'—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ। 'একাদশ ইন্দ্রিয়'—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, বাক্, মন।

ভূত হইতে তুমিই অভয় দান করিয়া থাক; এই সকল ভূত হইতে আমাকে রক্ষা কর; তুমি এই বলি উপভোগ কর; তোমাকে নমস্কার। ৩৪।

যথা সমুদ্রং সমবাপ্য নদ্যঃ
প্রশান্তকল্লোলরয়া ভবন্তি।
ভূতেন্দ্রিয়াণ্যেত্য তথেশ্বরি! ত্বাং
বিকারমুক্তানি ভজন্তু শান্তিম্॥ ৩৫॥

যেমন মহাসাগরে মিলিত হইলে, নদীগণ, তরঙ্গ ও কোলাহল হইতে মুক্ত হয়, তেমনি, হে সর্ব্বেশ্বরি! তোমাতে মিলিত হইয়া আমার পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, (জন্ম, জরা, মরণ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি) বিকার হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত শান্তি লাভ করুক। ৩৫।

(ইতি ভূতবলি)

দেবি! মাহিষরক্তেন প্রীয়সে জগদম্বিকে।
প্রদদামি বলিং তুভ্যং মে মোহমহিষাসুরম্॥ ৩৬॥

মা জগদম্বা! তুমি মহিষের রক্ত পাইলে বড়ই তুষ্ট হও; তাই আমার মোহরূপী মহিষকে ছেদন করিয়া তোমার পদে বলিদান করিলাম। ৩৬।

(ইতি মহিষবলি)

দেহাভিমাননিগড়েন দৃঢ়ঃ নিবদ্ধঃ
ত্রাহীতি রৌতি করুণং মম জীব আত্মা।
তস্মাদ্য বন্ধনদশাক্ষয়মুক্তিকামঃ
তং তারিণীপদতলে বলিমর্পয়ামি ॥ ৩৭ ॥

এই ভৌতিক দেহে অভিমানরূপ(১) সুদৃঢ় পাশে নিবদ্ধ হইয়া আমার জীবাত্মা কাতর স্বরে 'পরিত্রাহি' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আজি সেই জীবাত্মার বন্ধনদশা হইতে অক্ষয়-মুক্তি-কামনায় তাহাকে তারা মার চরণে বলিদান করিলাম।৩৭।

যজ্ঞেশ্বরীযজ্ঞবলিপ্রদানাৎ
মুক্তোঽস্তু জীবো ভবদুঃখবন্ধাৎ।
পশুস্বভাবং পরিহৃত্য সদ্যঃ
শিবত্বমানন্দময়ং প্রয়াতু ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞেশ্বরীর যজ্ঞে জীবাত্মাকে বলিদান করায় জীবাত্মা ভবদুঃখরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হউক, এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় শিবভাব লাভ করুক। ৩৮।

(ইতি জীববলি)

(১) 'অভিমান'—অহং-বুদ্ধি, অর্থাৎ দেহে 'আমি' এই জ্ঞান।

বিশ্বৈকমাতা করুণাময়ী সা
সর্ব্বে সুতা এব বয়ং তদীয়াঃ।
মা জীবহিংসাং কুরু দেবযজ্ঞে
মাতা প্রসীদেৎ সুতঘাতকে কিম্॥ ৩৯॥

করুণাময়ী তারা মা সর্ব্বজীবের একমাত্র জননী; আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান। সেই বিশ্বজননীর পূজায় কেহ জীবহিংসা করিও না। মা কি পুত্রহন্তার উপর প্রসন্ন হন?। ৩৯।

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং বসন্ত্যৈ
ভূতেন্দ্রিয়াণামধিদেবতায়ৈ।
তৎপ্রীতয়ে মানব! তদ্গতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়গ্রামবলিং প্রযচ্ছ॥ ৪০॥

হে মানব! যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বাস করিতেছেন, যিনি সমস্ত ভূত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহারি প্রীতিকামনায় তদগত-চিত্ত হইয়া তাঁহারি চরণে তোমার পঞ্চ ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলকে বলিদান কর (১)। ৪০।

(১) অর্থাৎ দেহ, মন, আত্মা, সকলি ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব এককালে বিলুপ্ত কর।

উদ্দামকামাদিপশূন্ নিহত্য
জ্ঞানাসিনা দেহি পদে ভবান্যাঃ।
দয়াময়ীযজ্ঞমতীবপুণ্যং
কলঙ্কিতং মা কুরু শোণিতেন॥ ৪১॥

জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা দুরন্ত কামাদি পশুকে ছেদন করিয়া ভবানীর পদে অর্পণ কর। সেই দয়াময়ীর পূজার ন্যায় পবিত্র যজ্ঞ আর নাই; সে যজ্ঞ জীবহিংসার রক্তে কলঙ্কিত করিও না। ৪১।

দেব্যাঃ পুরস্তাৎ কৃতজীবহত্যাঃ
কাঙ্ক্ষন্তি কল্যাণকরীং গতিং যে।
সুধাভ্রমাৎ তে গরলং পিবন্তঃ
স্বমেব মৃত্যুং স্বয়মাহ্বয়ন্তি॥ ৪২॥

যে ব্যক্তি দেবতার পূজায় জীবহত্যা করিয়া সদ্গতি কামনা করে, সেই হতভাগ্য সুধা বলিয়া বিষ পান করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনে। ৪২।

স্মৃত্বৈব যজ্ঞে বত জীবঘাতং
মন্যে মদীয়ে হৃদি খড়্গপাতম্।
প্রাণা বমন্তীব চ শোণিতং মে
বিরৌতি চাত্মা স্ফুটতীব চিত্তম্॥ ৪৩॥

দেবতার পূজায় জীবহত্যার কথা মনে করিলেই আমার, হৃদয়ে যেন খড়্গাঘাত হয় ! আত্মাপুরুষ হাহাকার করে ! আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং প্রাণ যেন রক্ত বমন করিতে থাকে ! ।৪৩।

দূরেঽস্তু পূজা তব দেবি দুর্গে !
নাম্নৈব চেতো দ্রবতামুপৈতি ।
ত্বন্নাম গৃহ্নন্ পরমূর্দ্ধ্নি লোকঃ
খড়্গাং কথং পাতয়তে ন জানে ॥ ৪৪ ॥

মা দুর্গা ! তোমার পূজা দূরে থাক্, তোমার নাম করিলেই চিত্ত দয়ারসে গলিয়া যায় । জানিনা তোমার নাম করিতে করিতে লোকে কিরূপে অন্যের মাথায় খড়্গাঘাত করে ! । ৪৪ ।

কিং নির্দ্দয়া ব্রহ্মময়ি ! ত্বমেবং
যৎ প্রীয়সে প্রাণিবধেন মাতঃ ।
শান্তং নু পাপং, করুণাময়ী ত্বং
দয়ৈব নান্যৎ ত্বয়ি কিঞ্চিদস্তি ॥ ৪৫ ॥

হাঁ মা ! ব্রহ্মময়ি ! তুমি কি এতই নির্দ্দয়া যে, প্রাণিহত্যায় সন্তুষ্ট হও ? না না,—ও কথা মুখে আনিলেও পাপ হয় ; তুমি দয়াময়ী, তোমাতে দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই । ৪৫ ।

সেবা।

যো বিশ্বসেবাসু সমাহিতাত্মা
ত্বারাপদে কর্ম্মফলং সমর্প্য।
তারা যথা শ্রাবণবারিধারাং
কিরত্যজস্রং শুভমেব তস্মিন্ ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মফল তারা মার চরণে সঁপিয়া,
বিশ্বের সেবায় আত্মা যে দেয় ঢালিয়া,
শ্রাবণের ধারাসম অজস্র ধারায়
তারা মা কল্যাণ তার ঢালেন মাথায়। ৪৬।

তুষারসঙ্ঘাত ইবার্কতাপৈঃ
আত্মা দ্রবীভূয় পরস্য দুঃখৈঃ।
ক্ষরত্যজস্রং করুণাং হি যস্য
স সেবকস্তারিণি তে যথার্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হিমাদ্রির হিমরাশি আতপে যেমন,
তেমনি পরের দুঃখে গলে যার মন;
সহস্র ধারায় ঝরে করুণা যাহার,
যথার্থ সেবক সেই তারা মা! তোমার।৪৭।

ত্বামেব দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সমসৌহৃদঃ।
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ স তারে তব সেবকঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বভূতে তোমাকেই হেরি বিদ্যমান,
প্রণয় সবারি প্রতি যে করে সমান।
সবারি কল্যাণ তরে সঁপে মন প্রাণ,
তোমার সেবক তারা! সেই ভাগ্যবান্।৪৮।

বিশ্বং সমস্তং ভবনং যদীয়ং
ত্বমেব হে তারিণি! যস্য মাতা।
সর্ব্বে চ জীবাঃ স্বকুটুম্ববর্গাঃ
স সেবকস্তেঽখিলবিশ্ববন্ধুঃ॥ ৪৯॥

সমস্ত বিশ্বই যার গৃহ আপনার,
তোমা বিনা অন্য মাতা নাহিক যাহার;
যাহার সমস্ত জীব নিজ পরিবার,
যথার্থ সেবক সেই তারা মা! তোমার।৪৯।

দয়াময়ী ত্বং হি দয়ৈকসারা
প্রেয়োঽস্তি তে নৈব দয়াসমানম্।
যাবদ্দয়াং প্রাণিষু যঃ করোতি
তবৈব সেবাং কুরুতে স তাবৎ॥ ৫০॥

দয়াময়ী তারা তুমি, দয়া তব সার,
দয়া হ'তে প্রিয় বস্তু নাহিক তোমার;
যে জন জীবের প্রতি দয়া করে যত,
তারা মা! তোমারি সেবা সেই করে তত।৫০।

ত্বদীয়সেবাবিমুখা জন্মা যে
ত্বরিন্দ্রিয়ার্থেষু ভবন্তি সক্তাঃ।
জিঘ্রন্তি তে দূষিতপূতিগন্ধং
হিত্বা সুবাসং হরিচন্দনস্য ॥ ৫১ ॥

তারা মা! তোমার সেবা ছাড়িয়া যে হায়!
মত্ত হয় বিষময় বিষয়-সেবায়,
দিব্য চন্দনের গন্ধ ছাড়ি সে অজ্ঞান
দূষিত শবের গন্ধ করয়ে আঘ্রাণ। ৫১।

যাচে ন মাতস্ত্রিদিবোপভোগান্
সালোক্যসাযুজ্যবিমুক্তিভাগ্যম্।
সেবাধিকারং তব দেহি মহ্যং
ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ততোঽস্তি নৈব ॥ ৫২ ॥

না চাহি স্বর্গের ভোগ হাতে যদি পাই,
সালোক্য সাযুজ্য আদি মুক্তি নাহি চাই;(১)
তোমার সেবায় গো মা! দাও অধিকার,
তাহা ছাড়া ভক্তি মুক্তি কিবা আছে আর।৫২।

(১) সালোক্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রভৃতি ভেদে মুক্তি বিভিন্নপ্রকার। 'সালোক্য'—ভগবানের সহিত এক লোকে বাস। 'সাযুজ্য'—ভগবানের সহিত মিলিয়া এক হওয়া। 'সার্ষ্টি'—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা। 'সারূপ্য'—ভগবানের সহিত তুল্যরূপ হওয়া।

সেবাতৃপ্তো ন গৃহ্লাতি নির্ব্বাণমপি হস্তগম্।
তব সেবানিযুক্তস্য সংসারো গোষ্পদায়তে ॥ ৫৩ ॥

তোমার সেবায় তৃপ্ত যাহার হৃদয়,
দিলেও নির্ব্বাণমুক্তি সে কি তাহা লয় ?
তোমার সেবক হয় যেই ভাগ্যবান্
সংসার তাহার কাছে গোষ্পদ-সমান। ৫৩।

সেবাং ন জানে ন চ মেঽস্তি ভক্তিঃ
সাধ্বীং মতিং মে কৃপয়া প্রযচ্ছ।
তারে তব ব্রহ্মময়ি প্রসাদাৎ
বিষস্য বৃক্ষোঽপি সুধাং প্রসূতে ॥ ৫৪ ॥

জানি না তোমার সেবা, জানি না ভকতি,
দয়া কোরে এ পাপীরে দাও মা ! সুমতি ;
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! তব কৃপাবলে
বিষময় বিষবৃক্ষে সুধাফল ফলে। ৫৪।

নমস্কার।

নমোঽস্তু তে মহাদেবি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি !।
মহাবিদ্যে পরারাধ্যে নরকার্ণবতারিণি ! ॥ ৫৫ ॥

হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি ! মহাদেবি ! তুমি পরমারাধ্যা মহাবিদ্যা, তুমি নরক-সমুদ্র হইতে

১১.১২১/৩৫ ৪/১১.১২৩৮

জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। ৫৫।

অখণ্ডমণ্ডলাকারব্যাপ্তবিষ্টপমণ্ডলে!।
জগদ্ধাত্রি জগন্মাতর্নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে!॥ ৫৬॥

হে জগদ্ধাত্রি! বিশ্বজননি! সর্ব্বমঙ্গলা! তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া আছ; তোমাকে নমস্কার। ৫৬।

বরাভয়করে তারে নমস্তে করুণানিধে!।
আদ্যন্তমধ্যরহিতে মহামহিমবারিধে!॥ ৫৭॥

হে বরাভয়ধারিণি! তারা! তুমি অনন্ত করুণা ও অসীম মহিমার আধার, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; তোমাকে নমস্কার। ৫৭।

নমঃ সত্যায় ধর্ম্মায় ভবসাগরসেতবে।
চৈতন্যজ্যোতিষে তুভ্যং সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥ ৫৮॥

তুমিই সত্য, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই চৈতন্য, তুমিই জ্যোতি, তুমি ভবসাগরের সেতু এবং সর্ব্বকল্যাণের হেতু; তোমাকে নমস্কার। ৫৮।

নমস্তে সর্ব্বজননি সর্ব্বসঙ্কটতারিণি!।
সর্ব্বেশ্বরি নমস্তুভ্যং সর্ব্বসন্তাপহারিণি!॥ ৫৯॥

হে সর্ব্বসঙ্কটতারিণি সর্ব্বজননি! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বেশ্বরি! সর্ব্বদুঃখনিবারিণি! তোমাকে নমস্কার। ৫৯।

ত্রিগুণে ত্রিগুণাতীতে বিধিবিষ্ণুহরস্তুতে!।
শান্তিরূপে দয়ারূপে ক্ষান্তিরূপে নমোঽস্তু তে॥ ৬০॥

তুমি ত্রিগুণধারিণী অথচ ত্রিগুণাতীতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমারি গুণগান করেন, তুমি শান্তিরূপা, দয়ারূপা ও ক্ষমারূপা; তোমাকে নমস্কার। ৬০।

সর্ব্বোত্তমোত্তমে তুভ্যং নমঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি!।
নারায়ণি নমস্তুভ্যং পরমেশ্বরি শঙ্করি!॥ ৬১॥

তুমি সমস্ত উত্তম হইতেও উত্তমা, সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী, তোমাকে নমস্কার; হে নারায়ণি! হে পরমেশ্বরি! হে শঙ্করি! তোমাকে নমস্কার। ৬১।

নিরাকারাং নিরাধারাং নির্ব্বিকল্পাং নিরঞ্জনাম্।
নিষ্কলাং নির্ম্মলাং নিত্যাং নির্লিপ্তাং ত্বাং নমাম্যহং॥ ৬২॥

তুমি নিরাকারা ও নিরাধারা; তুমি সমস্ত কল্পনার অতীতা, অজ্ঞান তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি উপাধিশূন্যা, তুমি নির্ম্মলা, নিত্যা ও নির্লিপ্তা; তোমাকে নমস্কার। ৬২।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাং ত্বাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
নানারূপধরাং বন্দে ভক্তানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৬৩ ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তোমার স্বরূপ হউক, অথবা সচ্চিদানন্দ তোমার স্বরূপ হউক, তুমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। ৬৩।

সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং সিদ্ধিরূপাং নমাম্যহং।
স্বেচ্ছাময়ীং স্বয়ংপূর্ণাং স্বপ্রকাশাং সনাতনীম্ ॥ ৬৪ ॥

তুমি সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধিদাত্রী ও সিদ্ধিরূপিণী; তুমি সনাতনী, স্বেচ্ছাময়ী ও স্বয়ং পূর্ণভাবে অবস্থিতা, তুমি আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছ; তোমাকে নমস্কার। ৬৪।

তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ পুরঃ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং সর্ব্বত্রৈব নমোনমঃ ॥ ৬৫ ॥

ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, ও তির্য্যগ্‌ভাগে তোমাকে নমস্কার; অগ্রে, পশ্চাতে, ও দুই পার্শ্বে তোমাকে নমস্কার; সকল দিকেই তোমাকে নমস্কার; বারবার তোমাকে নমস্কার। ৬৫।

নিবেদন।

ত্বমন্তিকে মেঽসি সদৈব নান্যঃ
ত্বং বেৎসি মে কায়মনোবচাংসি।
ত্বয়ৈব সৃষ্টোঽস্মি তবৈব পুত্রঃ
মাতর্নিবেদ্যং ত্বয়ি মে কিমস্তি ॥ ৬৬ ॥

তুমি মোর কাছে কাছে আছহ সদাই,
তোমা বিনা সঙ্গে মোর আর কেহ নাই;
যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা কিছু বলি,
সাক্ষাতে থাকিয়া তুমি জানিছ সকলি;
তোমারি তো হাতে গড়া তোমারি কুমার,
আমি মা! তোমার কাছে কি জানাব আর।৬৬।

অভ্যর্থনা ত্বচ্চরণে মমেয়ং
ত্বয্যেব গাঢ়া মম ভক্তিরাস্তাম্।
ত্বং প্রীয়সে যেন চ বিশ্বমাতঃ
সদৈব তত্রৈব মতির্মমাস্তু ॥ ৬৭ ॥

তোমার চরণে মোর এই মা! মিনতি,
তোমাতেই থাকে যেন অচলা ভকতি;
তুমি যাহা ভাল বাস হে বিশ্বজননি!
করি যেন তাই আমি দিবসরজনী। ৬৭।

আয়ুর্যশোভাগ্যসুতাদিকামঃ
দদাতি লোকঃ কুসুমাঞ্জলিং তে।
অহং তু মাতঃ! পদমেব যাচে
তদেব মে কাঙ্ক্ষিতবস্তু সর্ব্বং ॥ ৬৮॥

'আয়ু, যশ, ধন, পুত্র, দাও মা! সকলি'
ইহা বলি' লোকে তোমা দেয় পুষ্পাঞ্জলি; (১)
আমি কিন্তু যাচি শুধু ও পদ তোমার,
সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু উহাই আমার। ৬৮।

ত্বৎপাদপদ্মেঽস্মি নিবদ্ধতৃষ্ণঃ
ভবামি ভূয়ো ন ভবপ্রলুব্ধঃ।
শিশুঃ ক্ষুধার্ত্তঃ স্তনলালসঃ কিং
গৃহ্ণাতি রম্যাণ্যপি খেলনানি ॥ ৬৯ ॥

ও পদকমলে গো মা! পিপাসা আমার,
সংসারের প্রলোভনে ভুলিব না আর;
স্তনপান তরে শিশু কাঁদিলে ক্ষুধায়,
সুন্দর খেলানা দিলে লইতে কি চায়?। ৬৯।

(১) ভগবতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় প্রার্থনা করে;—
"আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"
—হে ভগবতি! আমায় পরমায়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও, ধন দাও, পুত্র দাও, যা কিছু কামনা সকলি দাও।

হে বিশ্বমোহিনি ! বিমোহয়সে জগৎ ত্বং
নান্যৈর্ধনৈর্মম তু শক্ষ্যসি মোহনায়।
জানাসি কিং ন হনুমানপি দিব্যহারং
সীতার্পিতং সপদি দূরমসৌ নিরাহৎ ॥ ৭০ ॥

ভুবনমোহিনি ! তুমি ভুলাও সবারে,
অন্য ধনে ভুলাইতে নারিবে আমারে ;
জান না কি ? সীতা যবে দিল রত্নহার,
দূরে ফেলি দিল তাহা পবনকুমার। ৭০।

আনীয় চন্দ্রং নভসোঽপি দত্বা
শক্ষ্যোষি মাং মোহয়িতুং ন মাতঃ।
পদং প্রভানির্জ্জিতকোটিচন্দ্রং
তন্মে হৃদি ত্বং জননি ! প্রযচ্ছ ॥ ৭১ ॥

আকাশের চাঁদ যদি হাতে দাও তুলি,
তথাপি তাহাতে গো মা ! আমি নাহি ভুলি ;
কোটি চন্দ্র হারি মানে প্রভায় যাহার,
দাও গো ! হৃদয়ে মোর সে পদ তোমার।৭১।

মাতৃস্তনক্ষীরবিলগ্নজিহ্বঃ
শিশুর্যথা নেচ্ছতি মিষ্টমন্যৎ।
তথা নিলীনস্য পদাম্বুজে তে
নেচ্ছাস্ত মে স্বর্গসুধারসেঽপি ॥ ৭২ ॥

শিশু যথা মার স্তনে লাগায়ে রসনা
আর কোনো মিষ্টরস করে না বাসনা ;
তেমনি ও পাদপদ্মে লেগে যেন রই,
দিলেও স্বর্গের সুধা যেন নাহি লই। ৭২।

নাম্নৈব তে মৃত্যুহরামৃতং মে
চিন্তা চ চিন্তামণিবৈভবং মে।
ত্বৎপাদপদ্মং মম সত্যলোকঃ
নির্বাণমুক্তিশ্চ তবাঙ্কএব ॥ ৭৩ ॥

তব নাম মৃত্যুহারী ঔষধ আমার,
তব চিন্তা চিন্তামণি ঐশ্বর্য্যের সার ;
উচ্চতম সত্যলোক ও পদকমল,
আমার নির্বাণমুক্তি তব অঙ্কতল। ৭৩।

ধ্যেয়ং চ গেয়ং বরণীয়মেকং
নিত্যং চ নৈমিত্তিকমেব কাম্যং।
হব্যং চ জপ্যং চ তথাপি বেদ্যং
সর্ব্বেশ্বরি ! ত্বং মম সর্ব্বমেব ॥ ৭৪ ॥

তুমিই আরাধ্য বস্তু, তুমি মোর জ্ঞান,
তোমাকেই করি ধ্যান, তোমাকেই গান,
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, জপ, হোম, বলি,
সর্ব্বেশ্বরি ! তুমি মোর সকলি সকলি। ৭৪।

ত্বমেব সর্ব্বং মম জীবনস্য
ত্বং জীবনং যাত্বখিলং ভবেৎন্যৎ।
অরণ্যবাসং মম সর্ব্বনাশং
মন্যে ত্বদীয়ং বিরহং তু তারে॥ ৭৫॥

তুমিই প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব আমার,
যাক্ প্রাণ ধন মান গৃহ পরিবার;
ওমা তারা! তোমা-হারা হইব যখনি,
সর্ব্বনাশ বনবাস জানিব তখনি। ৭৫।

ভবেৎন্যপ্রিয়বস্তুভ্যো বিচ্ছেদোঽস্তু পদে পদে।
মা নিমেষার্দ্ধমপ্যস্তু ত্বদ্‌বিচ্ছেদস্তু কেবলম্॥ ৭৬॥

যা কিছু স্নেহের বস্তু আছে এ ভুবনে,
বিচ্ছেদ ঘটুক মোর সে সবার সনে;
কিন্তু মা! তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
তোমারে তিলার্দ্ধ যেন আমি না হারাই। ৭৬।

মাতর্যদি ত্বং ন করোষি কিঞ্চিৎ
অসীতি বুদ্ধির্মম হন্তি ভীতিং।
নশ্যন্তু সর্ব্বাণি মমেন্দ্রিয়াণি
মাঽস্তিত্ববুদ্ধির্হৃদয়াদ্ ব্যপৈতু॥ ৭৭॥

কিছু যদি নাহি কর মা! আমার তরে,
"তুমি আছ" এই জ্ঞান সর্ব্ব ভয় হরে;

ইন্দ্রিয় সকলি মোর হউক বিকল,
"তুমি আছ" এই জ্ঞান থাকুক কেবল। ৭৭।

ত্বদ্ধ্যানমগ্নস্তব নাম কুর্ব্বন্
ত্রিতাপদাহজ্বলিতো মমাত্মা।
সদ্যঃ প্রলীনাখিলদুঃখরাশিঃ
সুধাময়ে স্রোতসি মজ্জতীব॥ ৭৮॥

যখনি নিমগ্ন হই তোমার চিন্তায়,
মা-মা বোলে ডাকি আমি যখনি তোমায়;
ত্রিতাপের সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়,
ডুবে যায় আত্মা যেন সুধার ধারায়। ৭৮।

সর্ব্বাণি তীর্থানি তপোবনানি
সর্ব্বে চ দেবাঃ সকলাশ্চ বেদাঃ।
একত্র পশ্যামি সমস্তমেব
যদা হৃদি ত্বং পদমাদধাসি॥ ৭৯॥

ত্রিভুবনে যত তীর্থ, যত তপোবন,
আগম নিগম যত, যত দেবগণ,
সমস্তই একাধারে হেরি বিদ্যমান,
তুমি মা! যখনি হৃদে কর অধিষ্ঠান। ৭৯।

ত্বদ্ভাবসংপ্লাবিতচিত্তবৃত্তিঃ
মাতর্ন পশ্যামি ভবে ত্বদন্যৎ।
একার্ণবগ্রস্তমিবাত্ময়ং মে
সর্ব্বং জগন্মাতৃময়ং বিভাতি ॥ ৮০ ॥

প্লাবিত তোমারি ভাবে সমস্ত হৃদয়,
তোমা বিনা ভবে কিছু দৃষ্ট নাহি হয় ;
একার্ণবে বিশ্ব যথা হয় জলময়, (১)
তেমনি মা ! মাতৃময় হেরি সমুদয়। ৮০।

ক্ব মে গৃহং বা ক্ব চ মে কুটুম্বাঃ
কুতোঽদ্য শত্রুঃ ক্ব স মিত্রবর্গঃ।
আভাতি তৎ তন্ময়ি রাত্রিদৃষ্টঃ
ছায়াময়ঃ পুত্তলিকাবিলাসঃ ॥ ৮১ ॥

কোথা আজি সে ভবন ? কোথা পরিজন ?
কোথা আজি শত্রু মোর ? কোথা মিত্রগণ ?
রাত্রিকালে ছায়াবাজি পুতুল যেমন
সে সকল মনে হয় নিশার স্বপন। ৮১।

---

(১) প্রলয়কালে মহাসমুদ্রের জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়, সৃষ্টির চিহ্নও থাকে না, চতুর্দ্দিক জলে একাকার হয় ; প্রলয়কালের সেই একমাত্র অসীম জলরাশিকে 'একার্ণব' বলে।

স্ত্রী বা পুমান্ বা সগুণাহগুণা বা
ত্বং রূপহীনাস্থথবা সরূপা।
যা কাসি বা তিষ্ঠসি যত্র কুত্র
ত্বমেব মাতাসি দয়াময়ী মে॥ ৮২॥

সাকারাই হও তুমি কিম্বা নিরাকারা,
সগুণা বা গুণহীনা হও তুমি তারা!
প্রকৃতি, পুরুষ হও, যে হও সে হও,
এখানে সেখানে তুমি যেখানেই রও;
এইমাত্র শুধু আমি জানিয়াছি সার,—
তুমিই করুণাময়ী জননী আমার। ৮২।

কোহন্যস্ত্বদীয়ং বদ বেদ তত্ত্বং
ন ত্বং স্বতত্ত্বং স্বয়মেব বেৎসি।
ইদং তু জানাম্যহমল্পবুদ্ধিঃ
নান্যা গতিঃ পাতকিনাং বিনা ত্বাং॥ ৮৩॥

কি সাধ্য অপরে গো মা! জানিবে তোমারে,
আপনিই তুমি নাহি জান আপনারে;
এইমাত্র শুধু আমি জানি মূঢ়মতি,—
তোমা বিনা পাতকীর নাহি অন্য গতি। ৮৩।

ত্বং শান্তিরেব হৃদি শোকহুতাশদগ্ধে
সঞ্জীবনী মনু সুধাসি মৃতে চ দেহে।
ত্বং সঙ্কটেষ্বভয়মন্ধতমঃসু দীপঃ
সংসারসিন্ধুতরণে তরণী ত্বমেব ॥ ৮৪ ॥

শোকদগ্ধ মনে তুমি শান্তির নিদান,
মৃতদেহে সঞ্জীবনী সুধা কর দান ;
বিপদে অভয় তুমি আলোক আঁধারে,
তুমিই তরণী গো মা ! ভব-পারাবারে। ৮৪।

শোকেঽথ হর্ষে ভবনে বনে বা
স্বপ্নে প্রবোধে নিশি বা দিবা বা।
স্মরন্তি যে ত্বাং মরণে রণে বা
তেষামঘং কোঽপি ন কর্ত্তুমীশঃ ॥ ৮৫ ॥

হরিষে, বিষাদে, বনে অথবা ভবনে,
দিনে, রাত্রে, জাগরণে অথবা স্বপনে,
রণে বা মরণে সদা যে ডাকে তোমারে,
কার সাধ্য তার মন্দ করিবারে পারে। ৮৫।

ত্বৎপাদপদ্মে স্থিরভক্তিমন্তঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
বিশ্বে ন নশ্যন্তি গতেঽপি নাশং
ভূমামৃতং ভুঞ্জতএব নিত্যং ॥ ৮৬ ॥

অচলা ভকতি যার মা ! তোমার পদে,
অবসন্ন নাহি হয় সে কভু বিপদে ;
লয় পাইলেও বিশ্ব মরে না সে জন,
জানে না সে রোগ শোক যাতনা কেমন ;
অক্ষয় অনন্তকাল সেই ভাগ্যধর
চিদানন্দ-সুধা পান করে নিরন্তর। ৮৬।

স এব ধন্যোঽত্র স এব পুণ্যঃ
ততঃ সুখী কোঽস্তি জগত্ত্রয়েঽপি।
ত্বাং কামধেনুং কিল যো বিদিত্বা
ত্বামাশ্রিতস্ত্বদ্গতসর্ব্বভাবঃ ॥ ৮৭ ॥

সেই জন পুণ্যবান্, ধন্য সেই জন,
ত্রিজগতে কেবা সুখী তাহার মতন ;
তোমাকেই কামধেনু জানিয়া যে জন
একান্ত হৃদয়ে করে তোমারি ভজন। ৮৭।

স এব রাজা ভুবনেশ্বরস্তং
নমন্ত্যপীন্দ্রপ্রমুখা দিগীশাঃ।
সিংহাসনং সর্ব্বপদোপরিষ্টাৎ
পদং সমারোহতি যস্ত্বদীয়ং ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বোপরি উচ্চতম তোমার চরণ,
সেই সিংহাসনে যেই করে আরোহণ,

ইন্দ্র আদি লোকপাল করে তার পূজা,
রাজরাজেশ্বর সেই ভুবনের রাজা। ৮৮।

ত্বয়ি মে হৃদয়স্থায়াং সংরুদ্ধবহিরিন্দ্রিয়ঃ।
নেতুং নিমিষবচ্ছক্তোম্যপি কল্পশতান্যহম্॥ ৮৯॥

হৃদয়-আসনে মোর তুমি মা! বসিয়া—
থাক যদি চিরকাল অচলা হইয়া,
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে যুগ শত শত
কাটাইতে পারি আমি নিমেষের মত। ৮৯।

নিমগ্নস্য মহাসিন্ধৌ মহাদ্রেঃ পতিতস্য চ।
কালাহিনাপি দষ্টস্য ন মৃত্যুস্তব চেৎ কৃপা॥ ৯০॥

মহাসিন্ধু-জলে আমি হ'লেও মগন,
গিরি-শৃঙ্গ হ'তে মোর হ'লেও পতন,
কালসর্পে করিলেও আমারে দংশন,
থাকিলে তোমার কৃপা, না হয় মরণ। ৯০।

দাবাগ্নিরপি শীতাংশুঃ স্থিতায়াং সবিধে ত্বয়ি।
শীতাংশুরপি দাবাগ্নিস্ত্বং দূরে যদি তিষ্ঠসি॥ ৯১॥

সম্মুখে তোমারে আমি হেরি যতক্ষণ,
দাবাগ্নিও সুধারাশি করে বরষণ;

তুমি যদি দূরে মোর কর অবস্থান,
সুধাংশুও জ্ঞান হয় দাবাগ্নি-সমান। ৯১।

ত্বৎপ্রীত্যামসিধারাপি শিরীষকুসুমায়তে।
তীক্ষ্ণকণ্টকশয্যাপি নবনীতসুকোমলা॥ ৯২॥

তোমার প্রসাদে গো মা! খড়্গ খরশাণ
শিরীষকুসুম-সম করি আমি জ্ঞান;
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকময় শয্যা যদি হয়,
নবনীত-সম তাহা হয় সুখময়। ৯২।

চূর্ণিতাশেষভুবনান্ মহাপ্রলয়মারুতান্।
মলয়ানিলবন্মন্যে ত্বং চেদ্বসসি মে হৃদি॥ ৯৩॥

চূর্ণ করি চরাচর এ তিন ভুবন
বহে যদি প্রলয়ের প্রচণ্ড পবন,
মলয়-পবন সম করি তাহা জ্ঞান,
তুমি যদি হৃদে মোর কর অধিষ্ঠান। ৯৩।

ত্বদ্ধ্যানযোগাদাত্মা মে বৈকুণ্ঠইব জায়তে।
যাবদ্ধ্যানচ্যুতস্তাবজ্জায়তে নরকোপমঃ॥ ৯৪॥

যতক্ষণ করি আমি তোমারে ধেয়ান,
আত্মা মোর হয় যেন বৈকুণ্ঠ-সমান;

যেইমাত্র তারা ! আমি তোমা-হারা হই,
অমনি নরকতুল্য হয়ে আমি রই। ৯৪।

ত্বাং বিস্মরাম্যম্ব ! যদা তদৈব
প্রাণাস্ত্যজন্তীব বপুর্মদীয়ং।
সর্ব্বং তমোভূতমিব শ্মশানং
বিরৌতি দৃষ্ট্বা চকিতো মমাত্মা ॥ ৯৫ ॥

তোমারে ডাকিতে আমি ভুলি মা ! যখনি,
প্রাণ যেন দেহ ছাড়ি পলায় তখনি,
সকলি শ্মশানময় ঘোর অন্ধকার—
হেরিয়া শীহরে আত্মা করে হাহাকার। ৯৫।

প্রাণাত্যয়েঽপি ভবতীং নহি বিস্মরামী—
ত্যেবং করোমি হৃদয়ে শতশঃ প্রতিজ্ঞাং।
হা বিস্মরামি চ তথাপি পদে পদেঽহং
কো বাস্তি দুর্ভগতরো ভুবি মৎসমানঃ ॥ ৯৬ ॥

'প্রাণান্তেও তোমারে মা ! ভুলিব না আর'—
এ প্রতিজ্ঞা মনে মনে করি শত বার ;
তবু হায় ! পদে পদে ভুলি মা ! তোমায়,
মম সম হতভাগ্য কে আছে ধরায় ?। ৯৬।

ত্বদ্ধ্যানতোঽমৃতহ্রদে প্রবিশামি সদ্যঃ
ধ্যানচ্যুতশ্চ নিপতামি সুতপ্ততৈলে।
বিস্মর্য্যসে বত তথাপি ময়া মুহুস্ত্বং
কো'বাস্তি দুর্ভগতরো ভুবি মৎসমানঃ ॥ ৯৭ ॥

তোমারে স্মরিলে ডুবি অমৃত-সাগরে,
ভুলিলেই পড়ি তপ্ত তৈলের ভিতরে;
তবু মা! তোমারে আমি ভুলি বারবার,
আমা হেন হতভাগ্য কেবা আছে আর? ।৯৭।

দণ্ডেন দুষ্টপশবঃ সকৃদাহতাশ্চেৎ
ভূয়ো বিমার্গমপি তে ন খলু ব্রজন্তি।
সন্তাড়িতোঽপি শতশো হৃদি শোকশল্যৈঃ
চেতামি নৈব মনুজোঽপ্যধমঃ পশূনাং ॥ ৯৮ ॥

দুষ্ট পশু একবার খাইলে প্রহার,
পথ ছাড়ি বিপথে সে নাহি যায় আর;
মনুষ্য হইয়া কিন্তু আমার মতন—
পশুর অধম আর আছে কোন জন?
হৃদে বাজে শত শোক-শল্যের প্রহার,
হায় মা! চেতনা তবু না হয় আমার। ৯৮।

শুণ্ডে যথা করিপকো দৃঢ়শৃঙ্খলেন
বধ্নাতি মত্তকরিণং সুতরামদম্যং।
অচ্ছেদ্যভক্তিনিগড়েন তথা পদে তে
ত্বং হে জগজ্জননি! মামপি সন্নধান ॥ ৯৯ ॥

সুদৃঢ় শৃঙ্খল দিয়া মাহুত যেমন
দুর্দ্দান্ত হস্তীরে স্তম্ভে করয়ে বন্ধন,
অচ্ছেদ্য ভকতি-পাশে তুমিও তেমনি—
বাঁধ মোরে নিজ পদে হে বিশ্বজননি!। ৯৯।

তবৈব রাজ্যং হৃদয়ং মদীয়ং
কামাদিদৈত্যৈঃ পরিমথ্যতে তৎ।
নিহত্য তান্ দৈত্যবিনাশিনি ত্বং
তারে! স্বরাজ্যে স্বয়মেব তিষ্ঠ ॥ ১০০ ॥

তারা মা! তোমারি রাজ্য হৃদয় আমার,
কামাদি দানবে তাহা করে ছারখার;
দলিয়া দানবগণে দনুজদলনি!
আপনার রাজ্যে বাস করহ আপনি। ১০০।

কোঽহং হ্যধন্যস্তব সন্তি ভক্তাঃ
মাতর্মমৈবাসি তথাপি জানে।
ভবেঽধমস্যৈব হি তারিণী ত্বং
নরাধমঃ কোঽস্তি ময়া সমানঃ ॥ ১০১ ॥

আছে তব কত ভক্ত, আমি কোন্ ছার,
তবু মা! আমারি তুমি জানিয়াছি সার;
অধমে তরাও তুমি অধম-তারিণি!
মম সম নরাধম কে আছে জননি!। ১০১।

বালোঽপি জীবেৎ জননীং বিনা চেৎ
মীনোঽপি জীবেৎ সলিলং বিনা চেৎ।
বৃষ্টিং বিনা বা যদি শস্যজাতং
জীবামি নাহং তু বিনা দয়াং তে॥ ১০২॥

শিশুও যদ্যপি বাঁচে জননী-বিহনে,
জলাশয় বিনা যদি বাঁচে মৎস্যগণে,
শস্যও যদ্যপি বাঁচে বিনা বরষণে,
তব দয়া বিনা আমি বাঁচিনা জীবনে। ১০২।

স্নেহঃ শিশৌ মাতুরুদেতি যাবান্
স্নেহস্ততোঽনেকগুণাধিকস্তে।
অদর্শনাৎ কেবলমন্যনাম্নঃ
ত্বং মাতৃনাম্নাভিহিতা ময়াসি॥ ১০৩॥

যে স্নেহ শিশুর প্রতি হয় তার মার,
তার শতগুণ স্নেহ তারা মা! তোমার;

তবে যে তোমারে আমি ডাকি মা বলিয়া,
মা ছাড়া যে অন্য নাম না পাই খুঁজিয়া।১০৩।

যত্ত্বং নিপাতয়সি মাং ব্যসনেষ্বভীক্ষ্ণং
সা তে দয়ৈব করুণাময়ি ময্যসীমা।
যৎ তাড়নং প্রকুরুতে তনয়স্য মাতা
তৎ কেবলং নিজসুতস্য সুমঙ্গলায় ॥ ১০৪ ॥

আমারে যে দুঃখ তুমি দাও বার বার,
দয়াময়ি! সেও তব করুণা অপার;
আপন পুত্রকে মাতা তাড়না যে করে,
সে কেবল সন্তানের মঙ্গলের তরে। ১০৪।

পশ্যাম্যহং ত্বাং ক্বচিদুগ্রচণ্ডাং
দয়াময়ীং ত্বামভয়াং কদাচিৎ।
মাতঃ কদা কিং কুরুষে কথং বা
জ্ঞাতুং ন শক্নোমি মুহুর্বিচিন্ত্য ॥ ১০৫ ॥

উগ্রচণ্ডা-বেশে কভু দেখাইছ ভয়,
দয়াময়ী-বেশে কভু দিতেছ অভয়;
কখন্ কি কর গো মা! কি ভাবে আসিয়া,
কিছুই বুঝিতে নারি ভাবিয়া চিন্তিয়া। ১০৫।

সদাশিবে যৎ কুরুষে শিবং তৎ
অহং তু পাপীত্যশুভং বিশঙ্কে।
কার্য্যেঽশুভং স্যাদ্‌যদি মঙ্গলায়াঃ
তদেন্দুসূর্য্যৌ প্রলয়ং ব্রজেতাম্‌॥ ১০৬॥

যা কর সর্ব্বমঙ্গলা ! সকলি মঙ্গল,
পাপী আমি তাই তাহে ভাবি অমঙ্গল ;
মঙ্গলার কার্য্যে যদি হৈত অমঙ্গল,
তবে কবে চন্দ্র সূর্য্য যেতো রসাতল। ১০৬।

সদাশিবে তে শিবমেব সর্ব্বং
মূঢ়স্ত্বহং তদ্‌বিপরীতমীক্ষে।
কলঙ্কিতঃ স্যাদপি দীপ্তসূর্য্যঃ
ন সম্ভবেৎ ত্বয্যশুভং কদাপি॥ ১০৭॥

যা কর সর্ব্বমঙ্গলা ! সকলি মঙ্গল,
মূঢ় আমি তাই তাহে হেরি অমঙ্গল ;
প্রদীপ্ত সূর্য্যও যদি ডোবে কালিমায়,
তথাপি অশুভ নাহি সম্ভবে তোমায়। ১০৭।

মাতর্ব্রহ্মময়ি ! ত্বং যৎ করোষি শিবমেব তৎ।
ইতি শ্রদ্ধাঽচলা মেঽস্তু প্রলয়েঽপ্যনপায়িনী॥ ১০৮॥

যা কর মা ব্রহ্মময়ি ! তাহাই মঙ্গল,
এ বিশ্বাস থাকে যেন আমাতে অচল ;

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি যায় রসাতলে,
তোমাতে বিশ্বাস যেন তথাপি না টলে। ১০৮।

কিং মানবা বিপদি বন্ধুজনান্ ভজধ্বে
কো বাস্তি বন্ধুরিহ যো বিপদাং নিহন্তা।
তামেব যাত শরণং করুণাময়ীং মাং
যা হন্তি সর্ব্ববিপদো নিজয়েচ্ছয়ৈব ॥ ১০৯ ॥

মানব! বিপদে তুমি হ'য়ে নিমগন,
বন্ধু বান্ধবের কেন লইছ শরণ?
সংসারে এমন বন্ধু আছে কোন্ জন?
যে জন করিতে পারে বিপদ ভঞ্জন;
দয়াময়ী তারা মাকে কর রে! আশ্রয়,
যিনি মনে করিলেই যায় সর্ব্ব ভয়। ১০৯।

কর্ণানামযুতানি তে গুণকথাং শ্রোতুং তথালোকিতুং
নেত্রাণামযুতানি রূপমখিলব্রহ্মাণ্ডবিস্তারি তে।
জিহ্বানামযুতানি দেহি জননি ত্বন্নাম বক্তুং চ মে
তৃষ্ণা শাম্যতি তত্র তত্র বিষয়ে ন স্বল্পসংখ্যেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১১০ ॥

হে বিশ্বজননি! তোমার গুণকথা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে সহস্র সহস্র কর্ণ দাও; তোমার বিশ্বব্যাপী অনন্ত রূপ দর্শন করিবার জন্য আমাকে

সহস্র সহস্র চক্ষু দাও; তোমার নাম করিবার জন্য আমাকে সহস্র সহস্র জিহ্বা দাও। দুই কর্ণে তোমার গুণ শুনিয়া, দুই নয়নে তোমার রূপ দেখিয়া, একটী জিহ্বায় তোমার নাম করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১১০।

মাতঃ কৃপাময়ি! গুণান্ কথয়ামি কিং তে
সীদামি হন্ত গদিতুং ন সরন্তি বাচঃ।
অস্পৃশ্যপাতকিগণং শ্বপচাধমং বা
স্বাঙ্কে দধাস্যপভয়ে য ইহাহ্বয়েৎ ত্বাং॥ ১১১॥

কি বলিব তব গুণ কৃপাময়ি তারা!
বলিতে না সরে বাণী হই জ্ঞানহারা;
অস্পৃশ্য চণ্ডাল পাপী যে ডাকে তোমারে,
অমনি অভয় কোলে তুলে লও তারে। ১১১।

ত্বদীয়শোভালবমেত্য বিশ্বং
সৌন্দর্য্যসিন্ধাবিব মগ্নমেতৎ।
ধ্বংসে স্বয়ং ত্বং কিয়তীমভিখ্যাং
মুহ্যামি তারে! হৃদি চিন্তয়ংস্তৎ॥ ১১২॥

কণামাত্র শোভা তব এ বিশ্ব পাইয়া
সৌন্দর্য্য-সাগরে যেন রয়েছে ডুবিয়া;

নিজে যে কতই শোভা ধর তুমি তারা !
সে কথা ভাবিলে আমি হই জ্ঞানহারা।১১২।

পীত্বাঽসকৃদ্‌বারি বিকাররোগী
যথা পিপাসাবিরতিং ন যাতি।
ত্বন্নাম গৃহ্নন্ ন তথাস্মি তৃপ্তঃ
পুনঃ পুনর্ব্বর্দ্ধতএব তৃষ্ণা ॥ ১১৩ ॥

যেমতি বিকারে রোগী যত জল খায়,
ততই পিপাসা তার আরো বৃদ্ধি পায়;
তেমতি মা ! তব নাম করি আমি যত,
মিটে না মনের সাধ তৃষ্ণা বাড়ে তত। ১১৩।

তারে ! ত্বমেবেক্ষণতারকা মে
হৃদম্বরে ত্বং ধ্রুবতারকাসি।
বীক্ষে যথোন্মীলিতলোচনস্ত্বাং
বীক্ষে তথা মীলিতলোচনোঽপি ॥ ১১৪ ॥

তারা গো ! তুমিই মোর নয়নের তারা,
হৃদয়-আকাশে মোর তুমি ধ্রুবতারা ;
নয়ন মেলিয়া তোমা নিরখি যেমন,
তেমনি নিরখি তোমা মুদিয়া নয়ন। ১১৪।

মাতস্তব ধ্যানগতো যদাহং
ভূয়াম্মদীয়ং মরণং তদৈব।
তদ্ধ্যানতশ্চেন্মরণং মম স্যাৎ
ত্বং কিং তদা শক্ষ্যসি মাং বিহাতুম্॥ ১১৫॥

তোমারি ধেয়ানে যবে রব নিমগন,
জীবন আমার যেন যায় মা! তখন;
তোমারি ধেয়ানে যদি পারি মা! মরিতে,
তা হ'লে তুমি কি আর পারিবে ফেলিতে?।১১৫।

যাবন্তি দুঃখানি ভবেঽত্র সন্তি
প্রযচ্ছ সর্ব্বাণি সহে সুখেন।
যাচে পরং দেবি! মমান্ত্যকালে
জহীহি নৈকান্তপদাশ্রিতং মাং॥ ১১৬॥

যত দুঃখ আছে ভবে দাও মা! আমায়,
সকলি সহিব কষ্ট না ভাবিব তায়;
এই ভিক্ষা—অন্ত্যকালে রেখো মা! চরণে,
ফেলো না একান্ত তব পদাশ্রিত জনে। ১১৬।

তারেতি নামেরয়তোঽনুবারং
শ্বাসাঃ পতিষ্যন্তি কদান্তিমা মে।
নাম্নৈব তারাঙ্কমহং প্রপদ্যে
নির্বাণমেষ্যামি বিধূততাপঃ॥ ১১৭॥

তারা তারা বলিতে বলিতে বারবার
পড়িবে অন্তিম শ্বাস কবে রে! আমার ?
নাম করিলেই তারা কোলে দিবে স্থান,
জুড়াইবে সব জ্বালা লভিব নির্ব্বাণ। ১১৭।

নিঃশেষতৈলোঽপি যথা প্রদীপঃ
নির্ব্বাণমায়াতি সকৃৎ প্রদীপ্য।
উচ্চার্য্য মা-নাম তথা ত্বমুচ্চৈঃ
নির্ব্বাণমন্তে ব্রজ জীব সদ্যঃ॥ ১১৮॥

তৈল ফুরাইলে নিবে প্রদীপ যখন,
বারেক জ্বলিয়া উঠে সতেজে যেমন,
অন্তিমে সতেজে তুমি মা বোলে তেমনি,
রে জীব! নির্ব্বাণ লাভ করিও তখনি। ১১৮।

উদেতি তে পাপমতির্যদৈব
রে জীব! তারেতি বদানুবারং।
তন্নামতঃ পাপমপৈতি দূরং
বীতজ্বরং শান্তিমুপৈতি চেতঃ॥ ১১৯॥

যখনি পাপেতে মতি হইবে তোমার,
তারা তারা বোলে জীব! ডেকো বারবার,

ও নাম করিবামাত্র দূরে যাবে পাপ,
শীতল হইবে প্রাণ, জুড়াবে সন্তাপ। ১১৯।

কৃতান্তচোর ! ত্বমপৈহি দূরং
হর্ত্তুং ন মামেব তবাবকাশঃ।
জাগর্ত্তি তারা হৃদয়ে মদীয়ে
যা হন্ত্যপাঙ্গেন কৃতান্তকোটীঃ ॥ ১২০ ॥

কৃতান্ত-তস্কর ! দূরে কর পলায়ন,
আমারে হরিতে তুমি এস না এখন ;
পুড়ে মরে কোটি যম কটাক্ষেই যার,
সেই তারা হৃদি-মাঝে জাগিছে আমার। ১২০।

বিশ্বেশ্বরীপদসমর্পিতজীবিতং মাং
রে ব্যাধয়োঽদ্য পরিতাপয়ত প্রকামং।
উৎক্রান্তজীবনজনোঽনুভবত্যহো কিং
জ্বালাং চিতানলশতৈরপি দহ্যমানঃ ॥ ১২১ ॥

যে যথায় আছ আজি ওহে ব্যাধিগণ !
যত পার তত মোরে করহ পীড়ন ;
বিশ্বজননীর পদে সঁপেছি জীবন,
নহে ত আমার প্রাণ আমার এখন ;

শত শত চিতানলে যদ্যপি পোড়ায়,
প্রাণশূন্য দেহ তাহে যাতনা কি পায় ?। ১২১।

তুভ্যং সমর্পিতে মাতঃ! কা চিন্তা মম জীবনে।
কশ্চিন্তাং কুরুতে ভূয়ো বিক্রীতস্য পশোঃ কৃতে ॥ ১২২ ॥

তারা মা! জীবন আমি সঁপেছি ও পায়,
রাখ রাখ, মার মার, আমার কি দায় ?
অন্যকে আপন পশু বেচেছে যে জন,
সে কি আর ভাবে সেই পশুর কারণ?। ১২২।

সর্ব্বাণি দুঃখানি প্রযচ্ছ তারে!
ত্বদ্‌বিস্মৃতিঃ কেবলমেব মাস্তু।
সর্ব্বাণি দুঃখানি সহে সলীলং
সহে ন তে বিস্মৃতিদুঃখমেব ॥ ১২৩ ॥

যত দুঃখ দাও তারা! সহিব সকলি,
কেবল তোমারে যেন কভু নাহি ভুলি;
যে যাতনা হয় গো মা! ভুলিলে তোমায়,
তার কাছে অন্য দুঃখ সুখে সহা যায়। ১২৩।

জ্ঞানং ন জানামি ন বেদ্মি ভক্তিং
স্তুতিস্তবাহং হতভাগধেয়ঃ।
জীবামি নো নাম বিনা যতস্তে
মাতস্ততস্ত্বাং মুহুরাহ্বয়ামি ॥ ১২৪ ॥

ভকতি কাহাকে বলে কারে বলে জ্ঞান,
বুঝি না সুঝি না আমি অভাগা সন্তান ;
তবে যে তোমারে আমি ডাকি মা ! সদাই,
না ডাকিলে প্রাণে মরি ডাকি আমি তাই। ১২৪।

বিদাহ্যমানং পুরতোঽপি গেহং
দারাসুতাদীনপি হন্যমানান্।
দৃষ্ট্বা মনো নৈব নিমেষমাত্রং
চ্যুতং মমাস্তাং তব পাদপদ্মাৎ ॥ ১২৫ ॥

কেহ যদি ঘর বাড়ী পোড়ায় আমার,
সম্মুখে স্ত্রী-পুত্রগণে করয়ে সংহার ;
তব পাদপদ্ম হ'তে তথাপি হৃদয়
ক্ষণমাত্র যেন নাহি বিচলিত হয়। ১২৫।

দদাতু দুঃখানি ভবঃ প্রকামং
মাতস্ততো মে বদ কাস্তি হানিঃ।
জীবামি যাবৎ তব নাম গৃহ্নন্
আহন্মি দুঃখানি পদাঽখিলানি ॥ ১২৬ ॥

যতই যাতনা মোরে দিক্ না সংসার,
তারা মা ! তাহাতে বল ! কি ক্ষতি আমার ?
যতক্ষণ বাঁচি আমি ডাকি মা ! তোমায়,
পদাঘাত করি সব দুঃখের মাথায়। ১২৬।

ন রোগশোকৌ নহি যত্র মৃত্যুঃ
ন দ্বেষহিংসানৃতবঞ্চনানি।
অনন্তনির্ব্বাণমনন্তশান্তিঃ
যত্রাস্তি তন্মে পদমম্ব! দেহি॥ ১২৭॥

নাহি যথা রোগ শোক মরণ যাতনা,
নাহি যথা হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা;
যথায় অনন্ত শান্তি অনন্ত নির্ব্বাণ,
ও মা তারা! সেই পদ কর মোরে দান। ১২৭।

বর্ষন্তু পুষ্পাণি সুহৃজ্জনা বা
বজ্রাণি বা মধ্যরয়ঃ ক্ষিপন্তু।
অহং তব ধ্যানবিলুপ্তসংজ্ঞঃ
বজ্রাণি পুষ্পাণি সমানি মন্যে॥ ১২৮।

মিত্রগণ পুষ্পবৃষ্টি করুক মাথায়,
শত্রুগণ শত বজ্র মারুক আমায়;
তোমার ধেয়ানে আমি হারাইলে জ্ঞান,
পুষ্প আর বজ্র মোর উভয় সমান। ১২৮।

প্রাণা মনশ্চৈব তথা মমাত্মা
ত্বয্যেব যাতং মম সর্ব্বমেব।
তারেঽম্ব! শূন্যং পতিতং বপুর্মে
কিং জীবিতো বাস্মি মৃতো ন জানে॥ ১২৯॥

মন প্রাণ আত্মা মোর শরীর ছাড়িয়া,
সকলি তোমার কাছে গিয়াছে চলিয়া ;
তারা মা ! এ শূন্য দেহ রয়েছে পড়িয়া,
জানি না মরেছি কিম্বা রয়েছি বাঁচিয়া। ১২৯।

ধিগ্ জন্ম কর্ম্মাপি ধিগস্তু তস্য
নরাধমঃ কোঽস্তি ততোঽধিকো বা।
ত্বাং মাতরং যঃ সুখমোক্ষদাত্রীং
স্মরত্যহো নৈব দিনক্ষয়েঽপি ॥ ১৩০ ॥

ধিক্ থাক্ জন্মে তার, কর্ম্মে ধিক্ তার,
তার চেয়ে নরাধম কে বা আছে আর ?
সুখমোক্ষপ্রদায়িনি ! তারা-মা ! তো মাকে
দিনান্তেও মা বলিয়া যে জন না ডাকে। ১৩০।

বিহায় যো দুর্গতিনাশিনি ! ত্বাং
সংসারমায়াকুহকেন মুগ্ধঃ।
ভুক্ত্বেব মীনো বড়িশাগ্রভক্ষ্যং
বিনাশমায়াতি স মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৩১ ॥

দুর্গতিনাশিনি তারা ! ছাড়িয়া তোমায়,
যে জন বিমুগ্ধ হয় সংসার-মায়ায়,
বড়শির টোপে মৎস্য ভুলিয়া যেমন
তেমনি সে মূঢ়মতি হারায় জীবন। ১৩১।

অন্ধোঽস্মি মাতর্নহি মেঽস্তি চক্ষুঃ
ত্বামন্ধকারে ন বিলোকয়ামি।
ত্বমন্ধদৃষ্টির্মণিরন্ধকারে
দীনায় মে দর্শনমদ্য দেহি ॥ ১৩২.॥

ও জননি! অন্ধ আমি দৃষ্টি মোর নাই,
অন্ধকারে আমি তোমা দেখিতে না পাই;
আঁধারে মাণিক তুমি অন্ধের নয়ন,
দয়া কোরে অভাগারে দাও দরশন। ১৩২।

প্রজ্ঞানযুক্তোঽপি ন ভক্তিহীনঃ
দ্রষ্টুং সমর্থশ্চরণং ত্বদীয়ম্।
প্রশস্তনেত্রোঽপি বিনা প্রদীপং
গাঢ়ান্ধকারে কিমু বেত্তি মার্গং॥ ১৩৩॥

শাস্ত্রজ্ঞান আছে কিন্তু ভক্তি নাহি যার,
সে নাহি দেখিতে পায় চরণ তোমার;
ভাল চক্ষু থাকিলেও গভীর আঁধারে—
বিনা দীপে পথ কেহ চিনিতে কি পারে?।১৩৩।

তারে স্তুতৌ তে হৃদি লালসা মে
বদামি কিং বা নতু বেদ্মি মূঢ়ঃ।
যত্নেন বাণীং জননীব বালং
মাং শিক্ষয় স্তোত্রকথাং ত্বদীয়াম্॥ ১৩৪॥

বড় ইচ্ছা করে তারা! তব গুণ গাই,
অজ্ঞ আমি কি বলিব ভাবিয়া না পাই;
শিশুরে শিখায় কথা জননী যেমন,
আমারে তোমার কথা শিখাও তেমন। ১৩৪।

তারে! সমাকর্ষসি যং পদে তে
ন তং ভবে কোঽপি নিবন্ধুমীশঃ।
সহস্রমায়াময়দামবন্ধান্
ছিন্দ্যাৎ স নূনং তৃণবৎ সুখেন॥ ১৩৫॥

তারা মা! তোমার পদে টান তুমি যারে,
কেহই তাহারে আর বাঁধিতে না পারে;
শত শত মায়াময় সুদৃঢ় বন্ধন
তৃণসম অনায়াসে সে করে ছেদন। ১৩৫।

আত্মাত্মনস্ত্বং হি গতির্গতীনাং
ত্বং সারভূতা হৃদয়স্য মেঽসি।
ত্বং জীবনস্যাপি চ জীবনং মে
ত্বং কিং ধনং মেঽসি ন বেদ্মি তারে!॥ ১৩৬॥

তারা মা! আত্মার আত্মা তুমিই আমার,
তুমিই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সার;
তুমিই গতির গতি এ ভবে আমার,
বলিতে পারি না তুমি কি ধন আমার!। ১৩৬।

উন্মত্তবদ্ ভ্রাম্যসি রে যদর্থং
ন বেৎসি তাং মধ্যগতাং তবৈব।
ত্যক্ত্বা মনঃ! পশ্য বিকল্পবুদ্ধিং
সর্ব্বেষু ভূতেষু সদৈব তারাম্॥ ১৩৭॥

ভ্রমিছ উন্মত্ত হোয়ে তুমি যার তরে,
জান না কি সে দেবতা তোমারি ভিতরে?
রে মন! চাহিয়া দেখ! ছাড়ি ভেদজ্ঞান—
সর্ব্বভূতে সমভাবে তারা বিদ্যমান। ১৩৭।

কালঃ প্রসারিতকরো বিকটাট্টহাসং
পশ্চাৎ প্রধাবতি রুষা বত মাং গ্রহীতুং।
কুত্রাপি নৈব শমনাদভয়ং ময়াপ্তং
হে তারিণি! ত্বমসি মে শরণং তদদ্য॥ ১৩৮॥

বদনে বিকট হাস্য, বাহু প্রসারিয়া,
দুরন্ত কৃতান্ত রোষে আসিছে ধাইয়া;
তারা-মা! কোথাও আমি না পাই অভয়,
তাই আজি তব পদে লয়েছি আশ্রয়। ১৩৮।

মৃত্যোঃ করে নিপতিতঃ পতিতাধমোঽহং
নো নিষ্কৃতির্জননি মে কথয়ামি কিং বা।
হে ভীতিহারিণি নিবারিণি পাতকানাং
তারে প্রযচ্ছ শরণং চরণেঽভয়ে তে॥ ১৩৯॥

অধম পাতকী আমি কি বলিব আর ?
পড়েছি কালের হাতে নাহিক নিস্তার ;
কালভয়নিবারিণি ! পতিতপাবনি !
অভয় চরণে আজি রাখ গো জননি ! । ১৩৯ ।

সংসারঘোরসমরে শতশল্যঘাতৈঃ
নির্ভিন্নমর্ম্মবিকলায় বিচেতনায়।
ছায়াং বিশল্যকরণীং চরণস্য দত্ত্বা
মাতঃ কৃপাময়ি শিবে ! কুরু মাং বিশল্যং ॥ ১৪০ ॥

সংসার-সমরে শত শল্যের প্রহার—
ভেদিল মরম মোর সংজ্ঞা নাহি আর ;
বিশল্যকরণী পদ-ছায়া করি' দান
তারা মা ! যাতনা মোর করহ নির্ব্বাণ। ১৪০ ।

অশ্রান্তবাষ্পৈর্বিকলীকৃতাক্ষং
মা-মেতি চার্ত্তস্বরমাহ্বয়ন্তং।
অদ্যাপি মাং পশ্যসি যন্ন তারে !
পাষাণকন্যাসি কিমম্ব ! সত্যম্ ॥ ১৪১ ॥

মা-মা বোলে সকাতরে কাঁদি বারবার,
কেঁদে কেঁদে দুটী চক্ষু গিয়াছে আমার ;
তবু তারা ! মোর পানে দেখিলি না চেয়ে,
সত্য সত্য তুই কি মা ! পাষাণের মেয়ে ? । ১৪১ ।

পুত্রে শ তে বুজ্যত এব রোষঃ
সহস্রদোষৈর্ম্ময়ি দূষিতেঽপি ।
স্নেহঃ কুপুত্রেঽধিক এব মাতুঃ
তৎ ত্বং কথং মাং প্রতি নির্দ্দয়াসি ॥ ১৪২ ॥

সহস্র সহস্র যদি করি আমি দোষ,
তথাপি সন্তানে তব সাজে কি মা ! রোষ ?
মায়ের অধিক টান কুপুত্রেই হয়,
তবে কেন মোর প্রতি হইলে নিদয় ? । ১৪২ ।

যদ্ধ্যাতং নিয়তং যদেব মৃগিতং স্বপ্নে যদালোকিতং
যস্যার্থে সুতদারমিত্রবিভবাস্তচ্ছীকৃতা লোষ্টবৎ ।
যস্যার্থে চ ময়া তৃণীকৃতমিদং প্রেয়োঽপি মে জীবনং
তত্তে দেহি পদং মদীয়হৃদয়ে মাতশ্চিরারাধিতম্ ॥ ১৪৩ ॥

করি সদা যার ধ্যান যার অন্বেষণ,
নিশীথ-স্বপনে যাহা করি দরশন,
যার তরে দারা সুত আত্মীয় বৈভব
ঢিল ডেলা সম আমি ভাবিয়াছি সব,
এ সংসারে সর্ব্বোপরি প্রিয়তম প্রাণ
যার তরে তৃণতুল্য করিয়াছি জ্ঞান,
চির-সাধনার ধন সে পদ তোমার
ও মা তারা ! হৃদে মোর দাও একবার । ১৪৩ ।

বিদ্যুৎকোটিবিলাসিনি হ্যমৃতদে হে ব্রহ্মশক্তে শিবে!
মূলাধারসরোজবাসিনি সকৃদ্‌বুধ্যস্ব হে তারিণি!।
সান্দ্রানন্দচতুষ্টয়ং দলচতুষ্কোণান্তরাস্বাদয়ন্
জীবাত্মা কুলকুণ্ডলি! ব্রজতু মে নির্ব্বাণমেবাক্ষয়ম্॥ ১৪৪॥

জাগো কুলকুণ্ডলিনি! অমৃতদায়িনি!
ব্রহ্মময়ি! তারা গো মা! মঙ্গলরূপিণি!
কোটি বিদ্যুতের কান্তি করিয়া বিস্তার
মূলাধার-চক্রে মোর জাগ একবার,
চতুর্দ্দলে চতুর্ব্বিধ মধু করি পান,
লভুক জীবাত্মা মোর অনন্ত নির্ব্বাণ (১)। ১৪৪।

নামরত্ন।

ত্বমীশ্বরি প্রেরয়সে যথা মাং
তথা বদাম্যেব বিচারমূঢ়ঃ।
বিহঙ্গমঃ পঞ্জরমধ্যবাসী
ব্রূতে ন কিং শিক্ষিতমেব বাক্যং॥ ১৪৫॥

---

(১) যোগসাধনের জন্য যোগশাস্ত্রকারেরা দেহতত্ত্বকে ছয় ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ছয়টী ভাগকে 'ষট্‌চক্র' বা 'ষট্‌পদ্ম' বলে। পায়ু ও উপস্থের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দল পদ্মাকার চক্রের নাম 'মূলাধারচক্র'। 'কুলকুণ্ডলিনী' নামক ব্রহ্মশক্তির আধার বলিয়া ইহার নাম 'আধারচক্র', এবং শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী-চক্রের মূলস্থান বলিয়া ইহার নাম 'মূলাধারচক্র'। মূলাধারচক্র চতুর্দ্দল পদ্মের

হে ঈশ্বরি ! ভাল মন্দ জ্ঞান মোর নাই,
তুমি যা বলাও মোরে বলি আমি তাই ;
পোষা পাখী তাই পড়ে যা পড়াও তারে,
তা ছাড়া কি অন্য কথা বলিতে সে পারে ?।১৪৫।

ন জ্ঞানলেশোঽপি মমাস্তি তারে !
তথাপি তে নাম মুহুর্বদামি।
অজ্ঞান কিং মূঢ়মুখে প্রিয়ং তে
বক্তুং কথং প্রেরয়সেঽন্যথা মাং ॥ ১৪৬ ॥

কিছুমাত্র জ্ঞান নাই তারা মা ! আমার,
তবু কেন তব নাম করি বারবার ?
নাম বুঝি মিষ্ট লাগে অজ্ঞানের মুখে ?
নতুবা আমায় তুমি বলাও কি সুখে ? । ১৪৬।

ন্যায়, ইহার চারিটী দল অর্থাৎ কোণ আছে। এই চারিটী দল চারিপ্রকার আনন্দের আধার ; ঈশানকোণে 'পরমানন্দ', অগ্নিকোণে 'সহজানন্দ', নৈঋত-কোণে 'বীরানন্দ' এবং বায়ুকোণে 'যোগানন্দ'। কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাময়ী ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যখন জাগরিত হন, তখন জীবাত্মা যথাক্রমে এই চারিপ্রকার আনন্দ সম্ভোগ করে।

"গুদলিঙ্গান্তরে চক্রমাধারাখ্যং চতুর্দ্দলম্।
পরমঃ সহজস্তদ্বদানন্দো বীরপূর্ব্বকঃ।
যোগানন্দশ্চ তত্র স্যাদৈশানাদিদলে ফলম্ ॥
অস্তি কুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিরাধারপঙ্কজে।
আব্রহ্মরন্ধ্রমূজতাং নীতেয়মমৃতপ্রদা" ॥ ইতি যোগশাস্ত্রে।

ত্বন্নামতঃ প্রীতিরুদেতি যা মে
তস্যাস্তুলায়াং তৃণতুল্যমন্যৎ।
ত্বন্নাম মাতঃ স্মরতঃ সদৈব
স্বর্গেঽস্তু বাসো নরকেঽথবা মে॥ ১৪৭॥

যে আনন্দ হয় গো মা! ডাকিলে তোমায়,
অন্য সুখ তৃণতুল্য তার তুলনায়;
স্বর্গে বা নরকে আমি যেখানেই থাকি,
তোমাকেই যেন সদা মা মা বোলে ডাকি।১৪৭।

তারেত্যনর্ঘ্যং কিল নামরত্নং
রে জীব! যত্নাদ্ধৃদয়ে নিধেহি।
যৎ কৌস্তুভং হ্রেপয়তেঽপি রত্নং
কা নাম রত্নেষু কথাঽপরেষু॥ ১৪৮॥

ব্রহ্মময়ী-তারা-নাম অমূল্য রতন,
যতনে হৃদয়ে জীব! কর রে! ধারণ;
যার কাছে লজ্জা পায় কৌস্তুভ রতন,
কি ছার তাহার কাছে অন্য আভরণ। ১৪৮।

তারেতি নামাভরণে হৃদিস্থে
গুরূপদেশৈঃ কিমু তস্য তীর্থৈঃ।
কল্পদ্রুমো যস্য বিভাতি গেহে
স কিং পরানর্থয়তে ধনায়॥ ১৪৯॥

তারা-নাম আভরণ হৃদে শোভে যার,
গুরু-উপদেশে তীর্থে কি কাজ তাহার ?
কল্পতরু বিরাজিত সদা যার ঘরে,
সে কি আর পরস্থানে ধনভিক্ষা করে? । ১৪৯ ।

সিদ্ধৌষধং সর্ব্ববিধাময়ানাম্
অশেষপাপেন্ধনদীপ্তবহ্নিম্।
সংসারসিন্ধুতরণৈকপোতং
তারেতি নামৈব গতির্নরাণাম্॥ ১৫০॥

দিব্য মহৌষধ সম হরে রোগ তাপ,
জ্বলন্ত অনল সম দহে সর্ব্ব পাপ ;
তরীরূপে করে পার ভব-পারাবার,
তারা-নাম একমাত্র গতি সবাকার। ১৫০।

যে যেঽত্র জীবা ভবদাবদগ্ধাঃ
হাহেতি মুঞ্চন্তি সদার্ত্তনাদান্।
তে তে নরা বা পশুপক্ষিণো বা
বদন্তু তারেত্যখিলার্ত্তিহারি॥ ১৫১॥

ভব-দাবানলে দগ্ধ হ’য়ে অনিবার,
যে যে জীব জ্বালায় করিছ হাহাকার ;
পশু পক্ষী কীট হও অথবা মানব,
তারা বোলে ডাক জ্বালা জুড়াইবে সব। ১৫১।

ভবোঽয়মুত্তপ্তমরুপ্রচণ্ডঃ
পদার্পণস্থানমপীহ নাস্তি।
ওঁ-ব্রহ্ম-তারেতি তদেকমাস্তে
নাম্নৈব জীবস্য বিরামভূমিঃ ॥ ১৫২ ॥

এ সংসার অগ্নিময় মরুর সমান,
জীবের নাহিক হেথা দাঁড়াবার স্থান ;
"ওঁ-তারা-ব্রহ্মময়ী-মা" নাম কেবল,
এ ঘোর মরুর মাঝে বিশ্রামের স্থল। ১৫২।

ধনং চ মানং চ হরন্ত্বরির্মে
করোত্বস্বনাং হরণং যমোঽপি।
অদৃশ্যমন্যৈঃ স্থিতমাত্মমধ্যে
মা-নাম মে সারধনং হরেৎ কঃ ॥ ১৫৩ ॥

ধন মান হরণ করুক শত্রুগণ,
কৃতান্তও প্রাণ মোর করুক হরণ ;
অদৃশ্য লুকানো মোর আত্মার মাঝারে—
মা-নাম সর্ব্বস্বধন কে হরিতে পারে ? ।১৫৩।

মোক্ষাশয়া যে বিবিধান্ কঠোরান্
বনে বসন্তো নিয়মাংশ্চরন্তি।
তে হন্ত জানন্তি ন মূঢ়চিত্তাঃ
তারেতি নাম্নৈব হি ধাম মুক্তেঃ ॥ ১৫৪ ॥

মোক্ষ-আশে বনবাসে করিয়া গমন
বিবিধ কঠোর তপ যে করে সাধন,"
হায়! সেই মূঢ়মতি জানে না সন্ধান—
একমাত্র তারা-নাম মোক্ষের নিদান।১৫৪।

নামামৃতং তদপহায় সুখেন সেব্যং
যে তর্কশাস্ত্রমতিকর্কশমাশ্রয়ন্তে।
দিব্যং রসালমপি হস্তগতং বিসৃজ্য
গচ্ছন্তি কণ্টকবনং ফলকাঙ্ক্ষয়া তে॥ ১৫৫॥

ছাড়িয়া সে সুখসেব্য নাম সুধাময়
কর্কশ কুটিল তর্ক যে করে আশ্রয়,
অমৃত রসাল-ফল ফেলিয়া সে হায়!
প্রবেশে কণ্টকবনে ফলের আশায়।১৫৫।

নামামৃতং ব্রহ্মময়ীজনন্যাঃ
বিহায় যো মুহ্যতি হন্ত কামৈঃ।
স মৃত্যুবাণাহত এব শেতে
মৃগো যথা লুব্ধকগীতিলুব্ধঃ॥ ১৫৬॥

ব্রহ্মময়ী-মার নাম অমৃত অভয়,
সে নাম ছাড়িয়া যেই ভবে মুগ্ধ হয়,

সে অভাগা মৃত্যুবাণে হারায় জীবন,
ভুলিয়া ব্যাধের গানে হরিণ যেমন ।১৫৬।

সন্তারিণীনাম বিমুক্তিধাম
ত্যক্ত্বা সুখং কাময়তে ভবেঽস্মিন্ ।
বিহায় চিন্তামণিমীহতেঽসৌ
মণিং গৃহীতুং ফণিমস্তকস্থম্ ॥ ১৫৭ ॥

তারা-নাম মোক্ষধাম ত্যজিয়া যে জন
বিষম বিষয়-সুখে করে আকিঞ্চন,
চিন্তামণি পরিহরি সে অভাগা হায় !
ফণীর মাথার মণি লইবারে যায় ।১৫৭।

তারা-নাম-কল্পতরুং হৃৎক্ষেত্রে ভক্তিবারিণা ।
জীব ! বর্দ্ধয় তত্র স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলং ধ্রুবম্ ॥ ১৫৮ ।

হৃদয়-উদ্যান-মাঝে করিয়া যতন
তারা-নাম-কল্পতরু করহ রোপণ,
রে জীব ! তাহার মূলে ঢাল ভক্তি-জল;
অবশ্য ফলিবে তাহে চতুর্ব্বর্গ-ফল ।১৫৮।

কণ্ঠহারীকৃতো যেন তারা-নাম-মহামণিঃ ।
ক্রীতদাসীব তং মুক্তিরনুগচ্ছতি সর্ব্বদা ॥ ১৫৯ ॥

মোক্ষ-আশে বনবাসে করিয়া গমন
বিবিধ কঠোর তপ যে করে সাধন,
হায়! সেই মূঢ়মতি জানে না সন্ধান—
একমাত্র তারা-নাম মোক্ষের নিদান।১৫৪।

নামামৃতং ভদপহায় সুখেন সেব্যং
যে তর্কশাস্ত্রমতিকর্কশমাশ্রয়ন্তে।
দিব্যং রসালমপি হস্তগতং বিধূয়
গচ্ছন্তি কণ্টকবনং ফলকাঙ্ক্ষয়া তে॥ ১৫৫॥

ছাড়িয়া সে সুখসেব্য নাম সুধাময়
কর্কশ কুটিল তর্ক যে করে আশ্রয়,
অমৃত রসাল-ফল ফেলিয়া সে হায়!
প্রবেশে কণ্টকবনে ফলের আশায়।১৫৫।

নামামৃতং ব্রহ্মময়ীজনন্যাঃ
বিহায় যো মুহ্যতি হন্ত কামৈঃ।
স মৃত্যুবাণাহত এব শেতে
মৃগো যথা লুব্ধকগীতিলুব্ধঃ॥ ১৫৬॥

ব্রহ্মময়ী-মার নাম অমৃত অভয়,
সে নাম ছাড়িয়া যেই ভবে মুগ্ধ হয়,

সে অভাগা মৃত্যুবাণে হারায় জীবন,
ভুলিয়া ব্যাধের গানে হরিণ যেমন।১৫৬।

যস্তারিণীনাম বিমুক্তিধাম
ত্যক্ত্বা সুখং কাময়তে ভবেঽস্মিন্।
বিহায় চিন্তামণিমীহতেঽসৌ
মণিং গ্রহীতুং ফণিমস্তকস্থম্॥ ১৫৭॥

তারা-নাম মোক্ষধাম ত্যজিয়া যে জন
বিষম বিষয়-সুখে করে আকিঞ্চন,
চিন্তামণি পরিহরি সে অভাগা হায়!
ফণীর মাথার মণি লইবারে যায়।১৫৭।

তারা-নাম-কল্পতরুং হৃৎক্ষেত্রে ভক্তিবারিণা।
জীব! বর্দ্ধয় তত্র স্যাচ্চতুর্বর্গফলং ধ্রুবম্॥ ১৫৮॥

হৃদয়-উদ্যান-মাঝে করিয়া যতন
তারা-নাম-কল্পতরু করহ রোপণ,
রে জীব! তাহার মূলে ঢাল ভক্তি-জল;
অবশ্য ফলিবে তাহে চতুর্বর্গ-ফল।১৫৮।

কণ্ঠহারীকৃতো যেন তারা-নাম-মহামণিঃ।
ক্রীতদাসীব তং মুক্তিরনুগচ্ছতি সর্ব্বদা॥ ১৫৯॥

ব্রহ্মময়ী-তারা-নাম অমূল্য রতন,
সে নাম কণ্ঠের হার করে যেই জন,
আপনি নির্ব্বাণ-মুক্তি আসি তার কাছে
ক্রীতদাসী সম সদা ধায় পাছে পাছে।১৫৯।

যেন কেনাপি ভাবেন শুচিনাঽশুচিনাঽথবা।
মা-নাম বদ রে জীব! ন স্যান্মানাম নিষ্ফলম্॥ ১৬০॥

শুচি বা অশুচি ভাবে যে ভাবেই থাক,
রে জীব! সদাই তাঁরে মা বলিয়া ডাক;
যেরূপে যে ভাবে তুমি কর না গ্রহণ,
মা নাম নিষ্ফল নাহি হবে কদাচন।১৬০।

সংমর্দ্দ্য ভক্তিমধুনা তারা-নাম-মহৌষধম্।
ভুঙ্ক্ষ্ব জীব! হৃদাধারে সর্ব্বা যাস্যন্তি তে রুজাঃ॥১৬১॥

তারা-নাম-মহৌষধ ভক্তি-মধু দিয়া
আপন হৃদয়-খলে যতনে মাড়িয়া,
রে জীব! পরমানন্দে করহ সেবন,
একেবারে সর্ব্ব রোগ হইবে মোচন।১৬১।

মা-নাম বদ রে জীব! পতিতো ভবসঙ্কটে।
গম্ভীরেণার্ত্তনাদেন ভুজঙ্গধৃতভেকবৎ॥ ১৬২॥

ভুজঙ্গ-বদনে ভেক পড়িয়া যেমন
গভীর-কাতর স্বরে ডাকে ঘন-ঘন,
এ ভব-সঙ্কটে জীব! পতিত হইয়া
তেমনি কাতর স্বরে ডাক মা বলিয়া।১৬২।

যথা ঘনঘটাং ভিত্ত্বা বিদ্যুদ্ বিদ্যোততে মুহুঃ।
তথা তমাংসি মে ভিত্ত্বা হৃদি মা-নাম দীপ্যতাম্॥ ১৬৩॥

ঘোরতর ঘনঘটা ভেদিয়া সঘনে
চপলা চমকে যথা সুনীল গগনে,
তেমনি ভেদিয়া মোর মোহ সমুদয়
হৃদয়ে মা-নাম সদা হউক উদয়।১৬৩।

জ্যোতিরিঙ্গা যথা সর্ব্বে সহস্রকিরণোদয়াৎ।
কামাদয়ো বিলীয়ন্তে তারেতি স্মরণাৎ তথা॥ ১৬৪॥

উদিলে গগনতলে তরুণ তপন
অদৃশ্য হইয়া যায় খদ্যোত যেমন,
তারা-ব্রহ্মময়ী-নাম স্মরিলে তেমনি
কাম ক্রোধ আদি রিপু পলায় তখনি।১৬৪।

মিত্রায়তে কৃতান্তোঽপি পুষ্পশয্যায়তে চিতা।
হারায়তে ভুজঙ্গোঽপি তারা-নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ১৬৫॥

তারা-ব্রহ্মময়ী-নাম করিলে স্মরণ,
কৃতান্তও বন্ধুভাবে করে আলিঙ্গন,
জ্বলন্ত চিতাও হয় কুসুম-শয়ন,
কালসর্প সেও হয় বক্ষের ভূষণ ।১৬৫।

জিতকল্পলতাকোটির্জিতত্রিদিববৈভবঃ।
হৃদি নামমণির্যস্তু শতশস্তং নমাম্যহম্ ॥ ১৬৬ ॥

যার কাছে হারি মানে স্বর্গের বৈভব,
কোটি কোটি কল্পলতা মানে পরাভব,
সেই তারা-নাম-রত্ন হৃদে শোভে যার,
তার পায় করি আমি শত নমস্কার ।১৬৬।

হে সারদে শঙ্করি কালি তারে !
দুর্গে শিবে শাশ্বতি বিশ্বমাতঃ !।
ত্বামেবমাহূয় মুহুর্ন তৃপ্তো
ভবামি তৃষ্ণৈব বিবর্দ্ধতে মে ॥ ১৬৭ ॥

সারদা ! শঙ্করি ! শিবা ! জগতজননি !
কালি ! তারা ! মহাবিদ্যা ! দুর্গা ! সনাতনি !
এরূপে তোমারে গো মা ! ডাকি আমি যত,
না মিটে মনের আশা, তৃষ্ণা বাড়ে তত ।১৬৭।

বসতু মে হৃদি তে পদপঙ্কজম্
স্ফুরতু নাম তবৈব সদা মুখে।
নয়নয়োরপি তারিণি! ভাতু মে
তব হি রূপময়ং সকলং জগৎ ॥ ১৬৮ ॥

জাগুক হৃদয়ে মোর তোমার চরণ,
রসনা তোমারি নাম করুক কীর্ত্তন,
তারা মা! দেখুক মোর যুগল নয়ন—
তোমারি রূপেতে পূর্ণ নিখিল ভুবন।১৬৮।

জীর্ণদ্রুমো ভাতি ফলৈশ্চ পুষ্পৈঃ
দদাতি দিব্যানি মরুর্জলানি।
তারেতি নাম্নাগ্নিরুপৈতি শৈত্যং
বজ্রোঽপি পুষ্পাধিকসৌকুমার্য্যম্ ॥ ১৬৯ ॥

তারা-নামে শুষ্ক তরু ধরে পুষ্প ফল,
তারা-নামে মরুভূমে মিলে দিব্য জল,
পুষ্পের অধিক হয় বজ্রও কোমল,
তারা-নামে স্নিগ্ধ হয় জ্বলন্ত অনল।১৬৯।

সুধা সুধাম্ভোনিধিমন্থনোত্থা
লব্ধা সুরৈরেব ন বীক্ষিতান্যৈঃ।
অবাপ্যতে নামসুধা তু সর্ব্বৈঃ
যা হন্তি মৃত্যুং শ্রবণাগতৈব ॥ ১৭০ ॥

সমুদ্র-মন্থন-কালে যে সুধা উঠিল,
দেবতাই নিল, তাহা অন্যে না দেখিল;
কিন্তু তারা-নাম-সুধা যে চায় সে পায়,
এ সুধা শুনিবামাত্র মৃত্যু দূরে যায়।১৭০।

অন্যৈরদৃশ্যঃ কিল কল্পবৃক্ষঃ
স্বর্গৌকসাং বাঞ্ছিতমেব সূতে।
স্মৃত্বা তু তারে! তব নাম সর্ব্বে
বাঞ্ছাতিরিক্তং হি ফলং লভন্তে॥ ১৭১॥

স্বর্গে আছে কল্পতরু কে দেখেছে তারে?
সে শুধু বাঞ্ছিত ফল দেয় দেবতারে;
কিন্তু তারা! তব নাম স্মরিলে কেবল,
সকলেই করে লাভ বাঞ্ছাধিক ফল।১৭১।

রোগেণ শোকেন চ মৃত্যুনা চ
গ্রস্তান্ সমস্তানবলোক্য জীবান্।
সঞ্জীবনং কারুণিকেন ধাত্রা
তারেতি নাম প্রহিতং পৃথিব্যাম্॥ ১৭২॥

রোগে শোকে জরজর হ'য়ে জীবগণ
মৃত্যুমুখে পড়িতেছে করি' দরশন,
দয়া করি বিধি ভবে করিলা প্রেরণ—
'তারা' এই নামামৃত মৃতসঞ্জীবন।১৭২।

কৃপাস্তি তারে! ময়ি কিঙ্করে চেৎ
স্বর্গং ন মে মোক্ষমপি প্রযচ্ছ।
লোকে প্রচারায় তবৈব নাম্নঃ
পুনঃ পুনর্মে জননং ভবেহস্তু ॥ ১৭৩ ॥

তারা! যদি থাকে দয়া এ দাসের প্রতি,
স্বর্গও দিও না মোরে দিও না মুকতি;
জগতে তোমারি নাম করিতে প্রচার,
এ ভবে যেন মা! আমি আসি বার বার।১৭৩।

ধন্যোঽসি ধন্যোঽসি কলে! নমস্তে
প্রদর্শিতো নামগুণস্ত্বয়ৈব।
সত্যং তপস্যাং চ বিনাপি যজ্ঞং
নাম্নৈব নির্ব্বাণমুপৈতি জীবঃ ॥ ১৭৪ ॥

ধন্য ধন্য কলিযুগ! প্রণমি তোমায়,
নামের মহিমা তুমি দেখালে ধরায়;
বিনা সত্য, বিনা যজ্ঞ, বিনা তপস্যায়
কেবল নামের গুণে জীবে মুক্তি পায়।১৭৪।(১)

---

(১) যখন কলিযুগ আসিল, তখন ঋষিগণ কলিধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিলেন। ব্যাসদেব তখন গঙ্গায় স্নান করিতে নামিয়াছিলেন। ঋষিরা তটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্যাসদেব "কলির্ধন্যঃ—কলির্ধন্যঃ—কলির্ধন্যঃ"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনবার ডুব দিলেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে! আপনি কলি-

যদীহসে জীব ! যমং বিজেতুং
মা-নাম তৎ ত্বং হৃদয়ে নিধেহি।
মা-নাম-দীপ্তং হৃদয়ং যদীয়ং
তদন্তিকে নৈতি কৃতান্তদূতঃ ॥ ১৭৫ ॥

যমেরে করিতে জয় যদি থাকে মন,
রে জীব ! মা-নাম হৃদে করহ ধারণ ;
হৃদয়ে জ্বলিছে যার মা-নাম অক্ষর,
তার পাশে নাহি আসে যমের কিঙ্কর।১৭৫।

গন্তাসি পারং যদি সঙ্কটাব্ধেঃ
তারেতি সারং কুরু নাম জীব !।
নাম্না তৃণত্বং ভজতেঽপি বজ্রং
মহাসমুদ্রোঽপি চ গোষ্পদত্বম্ ॥ ১৭৬ ॥

বিপদ-সাগরে জীব ! হবে যদি পার,
তারা-ব্রহ্মময়ী-নাম কর তুমি সার ;
ও নামে বজ্রও হয় তৃণের সমান,
মহাসমুদ্রও হয় গোষ্পদ-প্রমাণ।১৭৬।

যুগকেই ধন্য ধন্য বলিলেন কেন ? ব্যাস বলিলেন, তোমরা কলিযুগের কথা শুনিতে আসিয়াছ। আমি কলির সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ! অন্যান্য যুগে কঠোর তপস্যা ও যাগ যজ্ঞ করিয়া লোকে মুক্তিলাভ করিত, কিন্তু এই কলিযুগে ভগবানের নাম করিলেই জীবের মুক্তি হইবে। দেখ ! কলিযুগের প্রতি ভগবানের কি দয়া ! তাই আমি কলিকেই ধন্য বলিলাম।

স্নেহোঽস্তি তারে ! যদি সন্ততৌ তে
বরং তথা মে জননি ! প্রযচ্ছ।
মা-নাম-শশ্বৎ-স্ফুরিতাধরোষ্ঠঃ
উদ্ভ্রান্তনেত্রশ্চরমে যথা স্যাম্॥ ১৭৭ ॥

তারা-মা ! সন্তানে যদি থাকে তব টান,
তবে তুমি এই বর কর মোরে দান,
মা-নামে দুখানি ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে
অন্তে যেন পারি আমি চক্ষু উলটিতে।১৭৭।

মামেতি নাম্না যদি সার্দ্ধমেব
শ্বাসা মদীয়াশ্চরমাঃ পতন্তি।
তদাঙ্কমাপ্নোমি জগজ্জনন্যাঃ
চিন্তা কুতঃ ক্রোড়গতস্য মাতুঃ॥ ১৭৮ ॥

মা-মা বোলে ডাকিতে ডাকিতে বার বার
যদ্যপি অন্তিম শ্বাস পড়ে রে ! আমার,
জগতজননী কোলে লইবে আমায়,
মার কোলে ছেলে গেলে কি ভাবনা তায় ?।১৭৮।

ব্যাধের্যদা বেদনয়াভিভূতঃ
মজ্জামি মাতস্তমসি প্রগাঢ়ে।
বদামি মামেতি তদার্ত্তনাদং
মা-নাম ঘোরে তমসি প্রদীপঃ॥ ১৭৯ ॥

রোগ-যাতনায় যবে হ'য়ে অচেতন
অজ্ঞান-আঁধারে আমি হই নিমগন,
মা-মা বোলে আর্ত্তস্বরে ডাকিলে তখনি
গভীর আঁধারে আলো জ্বলে রে! অমনি।১৭৯।

কালান্তকারী হৃদি দীপ্যতে মে
মা-নাম-বহ্নিঃ কিমুপৈষি কাল!।
স্পৃষ্ট্বৈব মাং ত্বং ভবিতাসি দগ্ধঃ
কীটো যথা ক্ষুদ্রতমো দবাগ্নিম্॥ ১৮০॥

মা-নাম-কালান্ত-বহ্নি জ্বলিছে আত্মায়,
এখানে এস না কাল! নিষেধি তোমায়,
কীটাণু যেমতি মরে দাবাগ্নি ছুঁইয়া,
আমারে ছুঁইলে তুমি মরিবে পুড়িয়া।১৮০।

অহো প্রভাবস্তব দেবি! নাম্নঃ
সকৃদ্ যদৃচ্ছোচ্চারিতমেব সদ্যঃ।
সমূলমুন্মূলয়তীব সর্ব্বং
রোগং চ শোকং চ জরাং চ মৃত্যুম্॥ ১৮১॥

মা! তব নামের গুণ কি বলিব আর?
যে নাম করিবামাত্র মুখে একবার—

দূরে যায় রোগ শোক জরা মৃত্যু-ভয়,
সমূলে বিনষ্ট হয় কষ্ট সমুদয়।১৮১।

ত্বদীয়নামস্মৃতিমাত্রতো মে
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনাংসি মাতঃ!।
সর্ব্বাণি সম্মোদরসদ্রুতানি
ধারাসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে॥ ১৮২ ॥

যখনি তোমার নাম করি মা! স্মরণ,
দ্রব হয় শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন;
সকলি আনন্দরসে হ'য়ে বিগলিত
অজস্র ধারায় যেন হয় প্রবাহিত। ১৮২।

শিখাবলো নৃত্যতি মোদমত্তো
নবীনমেঘধ্বনিনা যথৈব।
ত্বন্নামশব্দেন তথৈব তারে!
প্রেমোন্মদো নৃত্যতি মেঽন্তরাত্মা॥ ১৮৩ ॥

নব-জলধর-শব্দ করিয়া শ্রবণ
আনন্দে নাচিয়া উঠে ময়ূর যেমন,
প্রেমানন্দে নাচে মোর হৃদয় তেমনি,
তোমার নামের শব্দ শুনি মা! যখনি। ১৮৩।

নভো যথা স্বস্তমসং যদা মে
চিন্তাব্যলীকং মন আবৃণোতি।
তদৈব নামাক্ষরতস্তবৈব
ব্যপৈতি ভানোরিব তেজসস্তৎ ॥ ১৮৪ ॥

বিষম কুচিন্তারূপ গভীর আঁধার
যখনি আচ্ছন্ন করে হৃদয় আমার,
তখনি তোমার নাম সূর্য্য-পরকাশ
আলোকিত করে মোর হৃদয়-আকাশ। ১৮৪।

চরাচরং বিশ্বমিদং বিভাতি
গ্রস্তং সমস্তং কিল কালরাত্র্যা।
নামাক্ষরং তে নিবিড়ান্ধকারে
প্রদীপ্যতে কেবলমেকমেব ॥ ১৮৫ ॥

কালরাত্রি নিজ মুখ করিয়া বিস্তার
গ্রাস করিয়াছে যেন এ বিশ্বসংসার;
ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হেরি ভূমণ্ডল,
তোমারি অক্ষয় নাম জ্বলিছে কেবল। ১৮৫।

দিবং চ ভূমিং চ তদন্তরালং
ব্যাপ্য স্থিতং শূন্যমসীমমেতৎ।
দেদীপ্যতে ভক্তজনৈকগম্যং
তবৈব নামারুণকোটিরোচিঃ ॥ ১৮৬ ॥

ভূলোক, দ্যুলোক, ভূর্লোক ও দ্যুলোকের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান, এবং এই অসীম আকাশ-মণ্ডল তোমারি নামে পরিপূর্ণ! এই দেদীপ্যমান নামের ছটায় কোটি কোটি অরুণের কান্তি পরাজিত। মা! তোমার নামের এই পূর্ণ রূপ তোমার ভক্ত বিনা আর কেহই দেখিতে পায় না। ১৮৬।

বিদার্য্য পাতালতলস্য মূলং
ভিত্বা চ শেষস্য ফণাসহস্রম্।
অব্যক্তমুত্তিষ্ঠতি ভক্তগম্যং
ওঁ মেতি নামাক্ষরমেকমেব ॥ ১৮৭ ॥

রসাতলের অন্তস্তল ভেদ করিয়া, বাসুকির সহস্র ফণা বিদীর্ণ করিয়া, ওঁ-মা এই শব্দ উত্থিত হইতেছে; এই অব্যক্ত শব্দ তোমার ভক্ত ভিন্ন আর কেহই শুনিতে পায় না। ১৮৭।

প্রপঞ্চেষু চ ভূতেষু তেষাং চ পরমাণুষু।
তব নামাক্ষরং মাতর্দীপ্যতে তদণুষ্বপি ॥ ১৮৮ ॥

নিখিল বিশ্বমণ্ডলে তোমার নামাক্ষর, বিশ্বের উপাদানস্বরূপ পঞ্চভূতে তোমার নামাক্ষর, পঞ্চ-

ভূতের প্রত্যেক পরমাণুতে তোমার নামাক্ষর, পরমাণুরও পরমাণুতে তোমার নামাক্ষর জ্বলিতেছে। ১৮৮।

মা-মা-মা-মেতি মা-মেতি মা-মেতি জপতো মম।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারা জগতাং সন্তু কোটিশঃ ॥ ১৮৯ ॥

মা-মা-মা-মা-মা-মা-মা-মা জপ করিতে করিতে যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোটি কোটি বার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া যায়। ১৮৯।

॥ ওঁ মা—ওঁ তৎসৎ ॥

মাতৃপদাঞ্জলিঃ।

সর্ব্বসুমঙ্গলসন্ততিদাত্রি
বরদেহভয়দে ত্রিভুবনধাত্রি।
শঙ্করি শঙ্করহৃদয়বিলাসে
ময়ি কুরু করুণাময়ি তব দাসে॥ ১॥

ও জননি! তুমি সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী,
অভয়া বরদা তুমি ত্রিলোকপালিনী;
শঙ্করি! বিহর হর-হৃদি-সিংহাসনে,
কিঙ্করে কৃতার্থ কর কৃপা-বিতরণে।১।

সর্ব্বজগন্ময়ি সাধকসাধ্যে
দীনদয়াময়ি পরমারাধ্যে।
তত্ত্বং জ্ঞাতুং প্রভবতি কস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে॥ ২॥

সর্ব্বময়ি! সর্ব্বঘটে তব অধিষ্ঠান,
সাধনার ধন তুমি আরাধ্য-প্রধান;
দয়াময়ি! তব তত্ত্ব কে জানিতে পারে,
জয় দেবি ভগবতি! প্রণমি তোমারে।২।

ব্রাহ্মি মহেশ্বরি বৈষ্ণবি শক্তে
ময়ি কুরু করুণাময়ি তব ভক্তে।
ত্বমসি গতিঃ কিল জগতি সমস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ৩ ॥

তুমি ব্রাহ্মী মহেশ্বরী বৈষ্ণবী শকতি,
ভকতে করুণা কর ও মা ত্রিমূরতি!
জগদম্বা! ত্রিজগতে তুমিমাত্র গতি,
জয় দেবি ভগবতি! তব পদে নতি।৩।

সিদ্ধেশ্বরি পরমেশ্বরি তারে
সীদাম্যহমতিদুর্গতিভারে।
দুর্গে দুর্গতিহারিণি মাতঃ
চরণমহং তব শরণং যাতঃ ॥ ৪ ॥

তুমি গো মা! সিদ্ধেশ্বরী পরমা ঈশ্বরী,
দুর্গতি-সাগরে দুর্গে! তুমিমাত্র তরী;
দুর্গতি-সাগরে আমি হতেছি মগন,
অভয় চরণে তাই লয়েছি শরণ।৪।

কাঞ্চনময় ইব হরিণো রামং
কর্ষতি মোহো মামবিরামং।
মোহতিমিরশতভাস্করভাসং
দর্শয় তেঽভয়চরণবিকাসং ॥ ৫ ॥

সোণার হরিণ হেরি' শ্রীরাম যেমন
লোভে ভুলি' হারাইল সীতা-হেন ধন ;
মায়ার কুহকে আমি ভুলিয়া তেমন,
হারায়ে রয়েছি হায় ! ও রাঙা চরণ ;
মোহ-অন্ধকারে শত সূর্য্য-পরকাশ,
দেখাও অভয় পদ পূর্ণ কর আশ ।৫।

ন মন্ত্রং নো তন্ত্রং জননি ন চ জানে স্তুতিকথাং
ন চাহ্বানং ধ্যানং জননি ন চ জানেঽর্চ্চনবিধিম্।
তপো বা যোগং বা কিমপি নহি জানে জড়মতিঃ
পরং জানে মাতস্ত্বদভয়পদং নির্বৃতিপদম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ ভজন পূজন,
জননি ! জানি না কিছু আমি অভাজন ;
স্তুতি বা প্রণতি আমি জানি না কেমন,
জানি না জননি ! যোগ ধ্যান আবাহন ;

ও মা তারা! জানিমাত্র অভয় চরণ,
সর্ব্ব শোক সর্ব্ব দুঃখ যে করে হরণ।৬।

ন ব্রাহ্মং ন চ বৈষ্ণবং মম মনো নো শাম্ভবং বৈভবং
স্বারাজ্যং ন চ কাঙ্ক্ষতি ক্ষিতিপতেঃ প্রাজ্যঞ্চ রাজ্যং ন বা।
বেধোবিষ্ণুশিবাদিকৈরপি নুতং ধ্যাতঞ্চ যোগীশ্বরৈঃ
মাতস্তে পদমেব দেহি নন্থু মে স্বর্গাপবর্গাধিকম্॥ ৭॥

ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ, শিবের বৈভব,
ইন্দ্রপদ, রাজপদ, চাহি না সে সব;
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেও করে যাহা গান,
নারদাদি যোগিবরে করে যাহা ধ্যান,
স্বর্গ মোক্ষ যে পদের নহেক সমান,
ও মা! তব সেই পদ কর মোরে দান।৭।

মাতর্ব্রহ্মময়ি ত্বদীয়চরণে প্রাণা ময়া হ্যর্পিতাঃ
ত্বং তান্ রক্ষ হরাথবাপি নরকজ্বালানলে বা ক্ষিপ।
স্বেচ্ছা তে স্বধনে যদিচ্ছসি কুরু ত্বং মাতরিচ্ছাময়ী
বক্তব্যং পরকীয়বস্তুবিষয়ে নাস্ত্যেব কিঞ্চিন্মম॥ ৮॥

ও মা তারা ব্রহ্মময়ি! তব এ সন্তান—
সঁপেছে তোমারি পদে আপনার প্রাণ;

সে প্রাণ রাখহ কিম্বা করহ সংহার,
জ্বলন্ত নরকে গতি কর বা তাহার;
কর গো মা ইচ্ছাময়ি! যাহা ইচ্ছা মনে,
সম্পূর্ণ তোমারি ইচ্ছা আপনার ধনে;
যে দ্রব্যে নাহিক আর মম অধিকার,
তাহার বিষয়ে আমি কি বলিব আর?।৮।

ছিন্ধি বা ভিন্ধি বা মাতর্ম্মাং বা মারয় কুট্টয়।
নাহং জাতু মহাপাপী ত্যজামি চরণং তব॥ ৯॥

কাটিয়াই ফেল মোরে অথবা কুটিয়া,
কিম্বা দেবি! ফেল মোরে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া;
আমি যে মা! মহাপাপী ধরেছি চরণ,
কিছুতেই ছাড়িব না করিয়াছি পণ।৯।

স মারুতির্দর্শিতবান্ হনূমান্
বিদার্য্য বক্ষঃ কিল রামনাম।
দাসস্য মাতস্তু তবাস্তু পশ্য
সর্ব্বেষু দেহাণুষু মাতৃনাম॥ ১০॥

বিদীর্ণ করিয়া নখে বক্ষ আপনার,
'রাম'-নাম দেখাইল পবনকুমার;

কিন্তু তব এ দাসের দেখ মা ! তনুতে
'মা'-নাম জ্বলিছে তার অণুতে অণুতে ।১০।

চণ্ডাললোকোঽপি ন চেৎ স্পৃশেত্তং
কীটাধমশ্চেদপি সংত্যজেত্তম্।
ক্রোড়ীকরোত্যেব তথাপি মাতা
শক্নোতি হাতুং নিজমঙ্গজং কিম্॥ ১১ ॥

চণ্ডালেও যদি তারে স্পর্শ নাহি করে,
নরককীটেও যদি তারে পরিহরে,
তথাপি জননী তারে নিজ কোলে টানে,
মায়ে কি ফেলিতে পারে আপন সন্তানে? ।১১।

ত্যক্তুং সুতঞ্চেদপি বাঞ্ছসি ত্বং
ত্যক্তুং ন শক্নোম্যতিপাতকী ত্বাং।
দাহজ্বরার্ত্তিজ্বলিতঃ সুতঃ কিং
ত্যজেৎ স্বমাতুঃ শিশুরঙ্কশয্যাম্॥ ১২ ॥

ত্যাজ্য পুত্র যদি মোরে চাহ করিবারে,
নারিবে এ মহাপাপী ছাড়িতে তোমারে ;
বিষম জ্বরের দাহে জ্বলে যার প্রাণ,
ছাড়ে কি মায়ের কোল সে শিশু সন্তান ?।১২।

পাপী মহানপ্যহমস্মি পুত্রঃ
পদে পদং চেন্ন দদাসি মাতঃ।
ত্যজেৎ কুপুত্রং জননীতি লোকে
ভবেৎ 'পরীবাদনবাবতারঃ' ॥ ১৩ ॥

যতই হই না পাপী, আমি ত সন্তান,
আমায় যদি মা! পদে নাহি দাও স্থান,
'কুপুত্রে বলিয়া মাতা করিল বর্জ্জন'—
মার নামে এ কলঙ্ক হইবে নূতন।১৩।

আবাহনান্তে প্রতিমাং তবান্যে
বিসর্জয়ন্ত্যেব জলেষু মাতঃ।
তাং ধ্যানলব্ধাং প্রতিমামহং তু
ন প্রাণবদ্ধামলমস্মি মোক্তুম্ ॥ ১৪ ॥

অপরে প্রতিমা তব করি' আবাহন,
শেষে তাহা জলমাঝে করে বিসর্জন;
কিন্তু যে প্রতিমা আমি পেয়েছি ধেয়ানে,
গাঁথিয়া রেখেছি তাহা পরাণে পরাণে;
আগেতে পরাণ-গ্রন্থি না করি' ছেদন,
কেমনে প্রতিমা তব দিব বিসর্জন?।১৪।

ধ্যানং চ দানং পরিপূজনং বা
হোমো বলির্বাপি তবৈব নাম।
তারে কুমারস্য তবাস্য সর্ব্বং
তপঃফলং মেঽস্ত তবৈব নাম ॥ ১৫ ॥

আমি যে কুমার মার মা বিনা জানি না আর
ও মা তারা! কুমারের তুমিই সাধনা,
তুমি মোর দান ধ্যান পূজা হোম বলিদান
'মা'-নামে পূরাই যত মনের বাসনা।১৫।

ওঙ্কারহুঙ্কৃতিনিনাদিনি দেবি দুর্গে
ব্রহ্মাণ্ডকোটিপরিমণ্ডলমুণ্ডমালে।
দুর্দ্দান্তমোহমহিষাসুরঘাতিনি ত্বং
জ্ঞানাসিধারিণি শিবানি ময়ি প্রসীদ ॥ ১৬ ॥

সঘনে ওঙ্কারশব্দে ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
নাস্তিক-দানব-দর্প করিছ সংহার;
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি হৃদয়-আধারে—
গাঁথিয়া পরেছ মুণ্ডমালার আকারে;
অজ্ঞান-মহিষাসুর নাশিবার তরে,
ঝলসিছে জ্ঞান-অসি দেবি! তব করে;
শিবময়ি! তব পদে লয়েছি শরণ,
কিঙ্করে করুণাকণা কর বিতরণ।১৬।

(গানং)

জয় ভয়বারিণি নির্বৃতিকারিণি
দুর্গতিহারিণি তারিণি হে
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবনপালনি হে।
শ্মশানবাসিনি রুদ্রবিলাসিনি
কালি কলুষকুলনাশিনি হে
জয় জয় শঙ্করি ভক্তশুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে ॥ ১৭ ॥

অন্তিমপ্রার্থনা—

মায়াপুত্তলিকাভিরাত্মজসুতাজায়াদিভিঃ খেলয়া
তারে ব্রহ্মময়ি স্মৃতং নহি ময়া নাম ত্বদীয়ং সকৃৎ।
যাতো জীবনভাস্করোঽস্তমধুনা কালত্রিযামাগতা
হা মাতঃ ক্ব গতাসি সান্ত্বয় সুতং স্বোৎসঙ্গশয্যাতলে ॥ ১৮ ॥

মায়ার পুতলী দারা সুত পরিজন,
সে সব লইয়া ছিনু খেলায় মগন ;
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! কি বলিব হায় !
ভুলেও বারেক নাহি ডাকিনু তোমায় ;
আয়ু-সূর্য্য অস্ত গেল ফুরাইল বেলা,
কালরাত্রি এল এবে সাঙ্গ হ'ল খেলা ;
হায় মা ! রহিলে কোথা ! কাঁদিতেছে ছেলে,
সান্ত্বনা করহ তারে নিজ কোলে ফেলে।১৮।

করালকালবদনাজ্জৃম্ভমাণান্মমান্তিকে।
অগতিং রক্ষ মাং মাতঃ কালি কালনিবারিণি ॥ ১৯ ॥

শিয়রে শমন ওই! মেলিছে বদন—
গ্রাসিতে আমারে গো মা! আমি অশরণ;
তাই ডাকি ও মা কালি! কালনিবারিণি!
করাল কালের গ্রাসে রক্ষ গো তারিণি! ।১৯।

পাষাণবৎ সুকঠিনে হৃদয়েঽপি মাতা
নো জাতু কালকবলে বিসৃজত্যপত্যম্।
মাতস্ত্রিলোকজননী করুণাময়ী ত্বং
হাহা যমায় কথমেব দদাসি পুত্রম্ ॥ ২০ ॥

হ'লেও মায়ের প্রাণ পাষাণসমান,
না পারে যমেরে দিতে আপন সন্তান;
তুমি মা! করুণাময়ী বিশ্বের জননী,
কোন্ প্রাণে দিবে যমে আপন বাছনি ।২০।

মা মেতি বক্তুমসকৃদ্ যততে মনো মে *
ক্ষীণাদ্‌বিনিঃসরতি কিন্তু বচো ন কণ্ঠাৎ।
নিস্পন্দতা বপুষি হা শ্বসিতং চ কণ্ঠে
পুত্রেতি মৃত্যুসময়ে সকৃদাহ্বয় ত্বম্ ॥ ২১ ॥

* মা-শব্দো মাতৃবাচকঃ,—
"মা শিবশ্চন্দ্রমা বেধা মা লক্ষ্মীশ্চ প্রকীর্ত্তিতা।
মা চ মাতরি মানে চ বন্ধনে চ সমীক্ষিতা" ॥ (একাক্ষরকোষঃ)

মনে করি 'মা'-'মা' বোলে ডাকি বারবার,
ক্ষীণ কণ্ঠে বাক্য কিন্তু না সরে আমার ;
কণ্ঠশ্বাস হৈল দেহে স্পন্দ নাহি আর,
'পুত্র' বোলে মৃত্যুকালে ডাক একবার।২১।

পাণী ন মে প্রসরতোঽঞ্জলিবন্ধনায়
নো মে শিরোঽপি জননি প্রণতৌ ক্ষমং তে।
ত্বন্নামকীর্ত্তনবিধৌ বিবশা চ জিহ্বা
দেবি প্রতীচ্ছ মনসাপচিতিং মুমূর্ষোঃ ॥ ২২ ॥

কেমনে মা ! করজোড়ে প্রণমি তোমায় ?
অসাড় হইল হস্ত তোলা নাহি যায় ;
ভাঙ্গিল ঘাড়ের ডগি কি করিব হায় !
মাথা তুলি' প্রণমিতে না পারি তোমায় ;
হায় রে ! রসনা মোর বশে নাহি আর,
বল না কেমনে নাম লইব তোমার ?
মানসে পূজিনু তাই অন্তিমে এখন,
এস মা ! মানস-পূজা করহ গ্রহণ ।২২।

পরিক্ষীণা নাড়ী পততি চরমোচ্ছ্বাসনিবহঃ
হিমাঙ্গঃ কায়ো মে তমসি নিবিড়ে দৃগ্ বিশতি চ।
অয়ে তারে মাতশ্চরমসময়ে ব্রহ্মনরি তে
পদাম্ভোজস্পর্শং মম শিরসি দেহি ক্ষণমপি ॥ ২৩ ॥

ক্ষীণ হৈল প্রাণনাড়ী নাহিক চেতন,
গভীর আঁধারে দৃষ্টি হৈল নিমগন ;
বহিছে অন্তিম শ্বাস দেহ হিমময়,
ও মা তারা ব্রহ্মময়ি ! কোথা এ সময় !
মৃত্যুকালে সন্তানেরে রহিলে কি ভুলে ?
বারেক মাথায় দাও পাদপদ্ম তুলে ।২৩।

এহি দেহি পদস্পর্শমশিবেঽস্মিন্ শবে শিবে।
ত্বৎপদস্পর্শমাত্রেণ শবোঽপি শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥

এস মা ! এস মা শিবে ! দাও দরশন,
এ অশিব শবে পদ কর পরশন ;
ও পদ-মহিমা গো মা ! কি বলিব আর,
শবেও শিবত্ব পায় পরশে উহার ।২৪।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে" ॥